শ্রীশ্রীচণ্ডী।

পদ্যানুবাদ।



শ্রীবিলাসচন্দ্র দেবশর্ম্মা রায় প্রণীত।

ঢাকা, শক্তিপ্রেস হইতে
শ্রীবিপিনচন্দ্র বর্ম্মণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা।

বিজ্ঞাপন

বঙ্গের উৎকর্ষ ভিন্ন জাতীয় জীবনে সমুন্নত হওয়ার প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। জগতের অতুলনীয় কাব্য এবং হিন্দুর ধর্ম্ম জীবনের পরম পবিত্র নিত্য সহচর চণ্ডী বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের সমীপে অর্থবোধ ও মধুরতা বিরহিত হইয়া যে ভাবে পঠিত হইতেছে তাহাতে তৎপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক না হইয়া বরং ক্রমশঃই লোকের উপেক্ষার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। হিন্দু-সমাজের তরলমতি বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই যাহাতে চণ্ডীর অর্থ গৌরব ও মধুরতা উপলব্ধি করিয়া তৎপাঠে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। চণ্ডীর যে যে শ্লোক যে কয় চরণে রচিত হইয়াছে অনুবাদেও যথাসাধ্য তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বালকগণ পাঠে আনন্দ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে মাতৃ ভাষাতেও কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারে তৎপ্রতিও সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। বিশেষ কোন অনিবার্য্য কারণে তাড়াতাড়ি মুদ্রিত হওয়াতে মধ্যে মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। সহৃদয় পাঠকগণ পাঠ করিয়া যে যে স্থল যেরূপে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত মনে করেন আমাকে জানাইলে সবিশেষ অনুগৃহীত হইব।

ইতি ১৩১৬ সন।

নিবেদক—শ্রীবিলাসচন্দ্র দেবশর্ম্মা রায়

উকীল মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, সাং মাইজপাড়া, বিক্রমপুর।

সূচীপত্র

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	পৃষ্ঠা
প্রথম মাহাত্ম্য	১০৩	১
মধুকৈটভ বধ		
দ্বিতীয় মাহাত্ম্য	৭০	১২
মহিষাসুর সৈন্য বধ		
তৃতীয় মাহাত্ম্য	৪৪	২১
মহিষাসুর বধ		
চতুর্থ মাহাত্ম্য	৪১	২৬
মহিষাসুর বধ সমাপ্ত		
পঞ্চম মাহাত্ম্য	১২৯	৩৪
দূত সংবাদ		
ষষ্ঠ মাহাত্ম্য	২৪	৪৪
ধূম্রলোচন বধ		
সপ্তম মাহাত্ম্য	২৭	৪৭
চণ্ড মুণ্ড বধ		
অষ্টম মাহাত্ম্য	৬৩	৫১
রক্তবীজ বধ		
নবম মাহাত্ম্য	৪১	৫৯
নিশুম্ভ বধ		
দশম মাহাত্ম্য	৩২	৬৪
শুম্ভ বধ		
একাদশ মাহাত্ম্য	৫৫	৬৮
দেবীর স্তব		
দ্বাদশ মাহাত্ম্য	৪১	৭৭
শুম্ভ নিশুম্ভ বধ		
ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য	২৯	৮২
সমাপ্ত		

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

প্রথম মাহাত্ম্য ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ॥ ১

সাবর্ণি অষ্টম মনু সূর্য্যের কুমার
জনমিল যেই ভাবে শোন সবিস্তার ॥ ২

মহামায়া প্রসাদেতে জন্মি রবি হ'তে
মন্বন্তর-অধিপতি হলেন কিমতে ॥ ৩

স্বারোচিষ-মন্বন্তরে চৈত্র বংশধর
সুরথ নামেতে রাজা অবনী ভিতর ॥ ৪

(যবে) পুত্র নির্ব্বিশেষে করে প্রজার পালন
বহুশত্রু হ'ল কোলাবিধ্বংসী * যবন ॥ ৫

ন্যূন বল যবনের সাথে করি রণ
মহাবলশালী রাজা হারিল যখন ॥ ৬

---

* শূকর খাদক ।

আসিপুরে হইলেন স্বদেশাধিপতি
তবু করে আক্রমণ প্রবল অরাতি ॥ ৭

দুর্ব্বল হেরিয়া দুষ্ট অমাত্য স্বগণ
হস্ত্যশ্বাদি ধনাগার করিল হরণ ॥ ৮

সর্ব্বস্বান্ত হয়ে নৃপ মৃগয়া ছলনে
অশ্বে চড়ি গেল একা গহন বিপিনে ॥ ৯

প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ মুনি শিষ্যগণ
সুশোভিত দেখিলেন মেধস আশ্রম ॥ ১০

করিলে সৎকার মুনি রহে কিছুক্ষণ
আশ্রমের চারিধারে করি বিচরণ ॥ ১১

মমতা আকৃষ্ট হেতু চিন্তে অনুক্ষণ
পালিল যে পুরী মম পূর্ব্বপিতৃগণ ॥ ১২

ত্যক্ত মম পুরী কিরে দুষ্ট ভৃত্যগণ
করিতেছে ন্যায়মতে এখন রক্ষণ ॥ ১৩

সদামদ শূরহস্তী প্রধান আমার
কি ভুঞ্জিছে বৈরিগেহে না জানিনু আর ॥ ১৪

নিত্য অনুগত যারা প্রসাদ ভোজনে
ধ্রুব সেবা করিতেছে অন্য নৃপগণে ॥ ১৫

অতিক্লেশে ধনাগার সঞ্চিত আমার
অপব্যয়ে নাশিতেছে দুষ্ট দুরাচার ॥ ১৬

সতত এরূপ চিন্তা করিয়া রাজন্
বিপ্রাশ্রমে করে এক বৈশ্য দরশন ॥ ১৭

জিজ্ঞাসিল নাম তার কেন আগমন
সশোক দুশ্চিন্ত ভাব করি নিরীক্ষণ ॥ ১৮

শুনিয়া প্রণয় ভায বৈশ্য ততক্ষণ
অবনত শিরে ভূপে বলিল বচন ॥ ১৯

বৈশ্য বলিলেন ॥ ২০

সমাধি নামক বৈশ্য জন্ম ধনিকুলে
ধনলোভী দারাপুত্র মোরে বিতাড়িলে ॥ ২১

ধনহীন তাই দারাসুত উপেক্ষিত
ধনার্থে* এসেছি বনে হয়ে ক্লিষ্টচিত ॥ ২২

এসেছি এখানে কিন্তু চিত্ত অবিকল
দারাসুত স্বজনের না জেনে কুশল ॥ ২৩

* পরমার্থিক ধনের জন্য।

সুখে কি অসুখে আছে গৃহেতে এখন
কি চরিত্র হইয়াছে মম সুতগণ ॥ ২৪

রাজা বলিলেন ॥ ২৫

ধন লোভে বিতাড়িল দারাসুতজন
তাদের কারণ কেন মমতা প্রবণ ॥ ২৬

বৈশ্য বলিলেন ॥ ২৭

কহিলে যা সত্য বটে কি করি এখন
কিছুতেই নিরদয় নহে মম মন ॥ ২৮

ধন লোভে ভুলি স্নেহ করেছে তাড়ণ
তবু দারাসুতগণে স্নেহের প্রবণ ॥ ২৯

নির্গুণ বন্ধুর প্রতি স্নেহ কেন ধায়
বুঝে ও বুঝিতে নারি কি করি উপায় ॥ ৩০

নিশ্বাস বহিছে মন হয়েছে বিকল
নিঠুর না হতে পারি কি করিব বল ॥ ৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ॥ ৩২

এইরূপে করি উভে কথোপকথন
মেধস মুনির পাশে করে আগমন ॥ ৩৩

মুনিসহ যথাযোগ্য করি আলাপন
উপবেশি নানা কথা জিজ্ঞাসে তখন ॥ ৩৪

রাজা বলিলেন ॥ ৩৫

ভগবন্ ! বল মোরে জিজ্ঞাসি কারণ
চিত্ত অনায়ত্ত দ্রব্যে দুঃখ কি কারণ ॥ ৩৬

জ্ঞানী হয়ে মূর্খ সম হে মুনিসত্তম
রাজ্যে ও রাজ্যাঙ্গে মায়া কেন এত মম ॥ ৩৭

বৈশ্য এই দারাসুত বন্ধু নিগৃহীত
তথাপি তাদের তরে মমতা পীড়িত ॥ ৩৮

দেখি দোষ সংসারের তবু মায়াজালে
মুগ্ধ হয়ে ক্লেশ উভে পাই কিবা বলে ॥ ৩৯

বল মহাভাগ ? জ্ঞানী হয়ে কি কারণ
বিবেকান্ধ মূর্খ সম মমত্ব বন্ধন ॥ ৪০

ঋষি বলিলেন ॥ ৪১

সর্ব্বজীবে আছে জ্ঞান বিষয় গোচর
বিষয় আছয়ে কিন্তু বিবিধ প্রকার ॥ ৪২

কোন জীব দিবা অন্ধ রাত্রি অন্ধ পরে
উভকালে অন্ধকেও সমদর্শী পরে ॥ ৪৩

মানবেরা জ্ঞানী কিন্তু স্বধু তারা নয়
পশু পক্ষী মৃগ আদি সবে জ্ঞানী হয় ॥ ৪৪

পশু পক্ষী জ্ঞান যথা আছে মানবের
মানবের যথা জ্ঞান আছে তাহাদের ॥ ৪৫

জ্ঞানী বটে নৃপ ! কিন্তু হের পাখীগণ
ক্ষুধাক্রান্ত থাকি নিজে পালে শিশুগণ ॥ ৪৬

প্রতি উপকার আশে মানব নিচয়
ভালবাসে সন্তানেরে দেখ অসংশয় ॥ ৪৭

বিশ্বস্থিতিকারী মহামায়ার বিধানে
পড়িতেছে মোহগর্ত্তে মমতা-বন্ধনে ॥ ৪৮

কি আশ্চর্য্য আছে এতে নিজে ভগবান্
মহামায়া মায়াবশে যোগ নিদ্রা যান ॥ ৪৯

মহামায়া ভগবতী জ্ঞানীর হৃদয়
সবলে টানিয়া ফেলে সংসার মায়ায় ॥ ৫০

চরাচর বিশ্ব এই তাঁহার সৃজন
যাঁহার প্রসন্নে মুক্তি লভে নরগণ ॥ ৫১

বিদ্যারূপে মুক্তি হেতু তিনি সনাতনী
সর্ব্বদেবেশ্বরী ভব বন্ধনকারিণী ॥ ৫২

রাজা বলিলেন ॥ ৫৩

মহামায়া বলি যাঁর করিলে কীর্ত্তন
কেবা তিনি, কার্য্য কি কি, কি ভাবে জনম ॥ ৫৪

জনম কেমনে তার কিরূপ স্বভাবা
কি মূর্ত্তি ধারিণী তিনি শুনিতে বাসনা ॥ ৫৫

ঋষি বলিলেন ॥ ৫৬

জগন্মূর্ত্তি নিত্যা তিনি বিশ্ব স্রজয়িতা
শোন বলি বহুরূপে জনম বারতা ॥ ৫৭

দেব কার্য্য সিদ্ধি হেতু যবে আবির্ভূতা
জনম লভিল বলি ত্রিলোকে আখ্যাতা ॥ ৫৮

প্রলয়ে জগৎ যবে সমুদ্রোয়মাণ
অনন্ত শয্যাতে বিষ্ণু যোগ নিদ্রা যান ॥ ৫৯

বিষ্ণু কর্ণমলোৎপন্ন দৈত্য (১) দুইজন
করিতে উদ্যত হ'ল ব্রহ্মার নিধন ॥ ৬০

বিষ্ণু নাভিদেশে থাকি প্রভু প্রজাপতি
হেরিয়ে অসুর তথা সুপ্ত জগৎ পতি ॥ ৬১

জাগাইতে নারায়ণে হয়ে এক মন
অশেষে করিল যোগ নিদ্রার কীর্ত্তন ॥ ৬২

হরি নেত্রাশ্রয়া যিনি বিশ্বের ঈশ্বরী ৬৩

জগদ্ধাত্রী দেবী সৃষ্টি স্থিতি লয় কারী ॥ ৬৪

ব্রহ্মা বলিলেন ॥ ৬৫

স্বাহা স্বধা যজ্ঞ তুমি স্বর স্বরূপিণী
তুমি সুধাক্ষরা নিত্যা ত্রিমাত্রা রূপিণী ॥ ৬৬

উচ্চারণ অসমর্থা ব্যঞ্জনরূপিণী
সাবিত্রী পরমা দেবি ! জগতজননী ।। ৬৭

জগৎ সৃজন তব তুমিই পালিনী ৬৮

ধারণ করেছ তুমি প্রলয়কারিণী ।। ৬৯

(১) দৈত্য=মধু কৈটভ নামা দৈত্যদ্বয় ॥

সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা পালনে স্থিতিরূপিণী ॥ ৭০

প্রলয়ে সংহৃতি রূপা জগতঃ ব্যাপিনী ৭১

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধাস্মৃতি
মহামোহা মহাদেবী তুমি মহাশূরী ॥ ৭২

সকল কারণ তুমি ত্রিগুণ ধারিণী
কালরাত্রি মহারাত্রি সংমোহ রজনী ॥ ৭৩

তুমি লক্ষ্মীশ্বরী লজ্জা বুদ্ধি স্বরূপিনী ৭৪

তুমি পুষ্টি শান্তি বট ক্ষান্তি স্বরূপিনী ॥ ৭৫

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী
শঙ্খিণী চাপিনী তুমি ভূশণ্ডী ধারিণী ॥ ৭৬

সৌম্যা সৌম্যতরা, তার চেয়ে ও সুন্দরা
সকল দেবতা শ্রেষ্ঠা পরম-ঈশ্বরী ॥ ৭৭

ভাবি, ভূত, বর্ত্তমান যে শকতি ধরে
স্বরূপিনী তুমি দেবি ! বর্ণন অতীতে ॥ ৭৮

সৃষ্টিস্থিতি লয়কারী স্বয়ং শ্রীহরিরে
নিদ্রাবশে রেখেছে যে কে তোষিবে তারে ॥ ৭৯

আমি বিষ্ণু শিব জন্ম যাহ'তে লভেছে
তোমারে বর্ণিতে পারে কার সাধ্য আছে॥ ৮০

এই মতে নানাগুণ করিয়া কীর্ত্তন
মোহ জন্মাইতে দৈত্যে করে নিবেদন॥ ৮১

"অচ্যুতের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ত্বরিত
মহাসুর বধ কার্য্যে কর প্রণোদিত॥" ৮২

ঋষি বলিলেন॥ ৮৩

তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মাস্তবে দেবী মহামায়া
আবির্ভূত হইলেন ছাড়ি বিষ্ণু কায়া
বিষ্ণু নেত্র আস্য আদি হৃদি স্থান হ'তে
বাহিরিয়া দাড়াইল ব্রহ্মার গোচরে॥ ৮৪।৮৫।৮৬

একার্ণবে অহিশায়ী মুক্ত জনার্দ্দন
নিদ্রাত্যজি দৈত্যদ্বয়ে করেন ঈক্ষণ॥ ৮৭

দুরাত্মা অসুর অতিবীর্য্য পরাক্রম
ক্রোধে ব্রহ্মবধোদ্যত নেত্র আরক্তিম॥ ৮৮

বাহু যুদ্ধে বর্ষব্যাপী পঞ্চাশ হাজার
কাটাইল জনার্দ্দন সংগ্রামে তাহার॥ ৮৯

বলোন্মত্ত মহাসুর মায়া বিমোহিত ৯০
বলে "চাহ বর বিষ্ণু তোমার ঈপ্সিত" ॥ ৯১

ভগবান বলিলেন ॥ ৯২

তুষ্ট হয়ে মোরে যদি দিবে কোন বর ৯৩
বধ্য:হও এই মাত্র মাগি এক বর ৯৪

ঋষি বলিলেন ॥ ৯৫

জগদ্ব্যাপী হেরি জল বঞ্চিত অসুর ৯৬
বিষ্ণু প্রতি কহিলেন বচন মধুর ॥ ৯৭

বধ সেই স্থলে
নহে প্লুত জলে ॥ ৯৮

ঋষি বলিলেন ॥ ৯৯

তথাস্তু বলিয়া শঙ্খচক্র গদাধারী ১০০
জঘনে রাখিয়া শির চক্রে ছেদ করি ॥ ১০১
ব্রহ্মাস্তবে এই মতে দেবীর জনম ১০২
প্রভাব ইহার আরো শোন রাজোত্তম ॥ ১০৩

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে
দেবী মাহাত্ম্যে মধুকৈটভ বধ।

দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।

ঋষি বলিলেন ॥ ১

(যবে) অসুরে মহিষ পতি দেবে পুরন্দর
শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হ'ল ভয়ঙ্কর ॥ ২

দেবসেনা পরাজিল অসুর নিকরে
ইন্দ্র পদে অভিষিক্ত মহিষ অসুরে ॥ ৩

অগ্রে রাখি ব্রহ্মা পরাজিত দেবগণ
হরিহর সন্নিধানে করিল গমন ॥ ৪

নিজ পরাজয় তথা অসুর পীড়ণ
যথাযথ ভাবে সব করিল বর্ণন ॥ ৫

"সূর্য্য ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র সর্ব্বদেব কাজ
কাড়ি নিয়ে স্বর্গে করে অসুর বিরাজ ॥" ৬

"স্বর্গ হ'তে দেবগণে তাড়াইয়া দিলে
মানব সদৃশ তাই ভ্রমি মহীতলে ॥" ৭

"কহিনু অসুর চেষ্টা লইনু শরণ
কিমতে বধিবে তায় করহ চিন্তন ॥" ৮

এত শুনি দেবমুখে শম্ভু জনার্দ্দন
করিলা ভ্রূকুটী ক্রোধে ভীষণ আনন ॥ ৯

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কোপিত যখন
বাহিরিল মহাতেজ হইতে আনন ॥ ১০

ইন্দ্র আদি অন্য সব দেব কায়া হ'তে
আবির্ভূত মহাতেজ মিলিল তাহাতে ॥ ১১

জ্বলন্ত পর্ব্বত সম ব্যাপ্ত দিঙ্মণ্ডল
দেখে সব দেবগণ ভীষণ অনল ॥ ১২

সর্ব্বদেব শরীরজ তেজ অতুলন
সংমিলনে নারী মূর্ত্তি করিল ধারণ ॥ ১৩

শম্ভুর তেজেতে হৈল তাহার বদন
বিষ্ণুতেজে বাহু যাম্যে কেশ সুচিক্কণ ॥ ১৪

চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয় ঐন্দ্রে কটিদেশ
বারুণ্যে জঙ্ঘোরু পৃথ্বীতেজে নিতম্ব প্রদেশ ॥ ১৫

ব্রহ্মাতেজে পদদ্বয় অর্কেতে অঙ্গুলি
কৌবেরে নাসিকা বসুতেজে করাঙ্গুলি ॥ ১৬

প্রাজাপত্য তেজে দন্ত সমুৎপন্ন হয়
পাবক তেজেতে হ'ল নয়ন ত্রিতয় ॥ ১৭

সন্ধ্যা তেজে ভুরূদ্বয় অনিলে শ্রবণ
অন্য দেবতার তেজে অপর গঠন ॥ ১৮

দেব তেজোদ্ভব নারী করি দরশন
অসুর-দলিত-দেব আনন্দে মগন ॥ ১৯

শূল হ'তে নিয়া শূল দিলা মহেশ্বর
নিজ চক্র হ'তে চক্র দেন গদাধর ॥ ২০

বরুণ দিলেন শঙ্খ শক্তি হুতাশন
মারুত দিলেন ধনু তুণ সহ বাণ ॥ ২১

বজ্র হ'তে বজ্র নিয়ে সহস্র নয়ন
ঐরাবত-ঘণ্টা-আদি দেন সেইক্ষণ ॥ ২২

যম দিল কালদণ্ড অম্বুপতি পাশ
কমণ্ডলু অক্ষমালা ব্রহ্মার সকাশ ॥ ২৩

সর্ব্বরোম কূপে রশ্মি দেন দিবাকর
মৃত্যু দেন খড়্গ চর্ম্ম অতি তেজস্কর ॥ ২৪

নিরমল হার তথা অজর অম্বর
দিব্য চূড়ামণি আর কুন্তল বলয়　　২৫

শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাহু ভূষণ কেয়ূর
অনুত্তম কণ্ঠভূষা বিমল নূপুর　　২৬

অঙ্গুল সকলে অঙ্গুরীয়ক সুন্দর
প্রীতিভরে দিল তায় ক্ষীরোদ সাগর ॥　　২৭

বিশ্বকর্ম্মা দিল অতি নির্ম্মল কুঠার
অভেদ্য কবচ অস্ত্র বিবিধ প্রকার ॥　　২৮

অম্লান পঙ্কজ মালা শির বক্ষস্থল
জলনিধি দেন আরো ক্রীড়ন কমল ॥　　২৯

হিমালয় দিল সিংহ বিবিধ রতন
কুবেরের সুরাপূর্ণ পাত্র বিতরণ ॥　　৩০

অনন্ত নাগাধিপতি বিশ্বের ধারণ
মহামণি নাগহার করে বিতরণ ॥　　৩১

ভূষণ আয়ুধ দিলে অন্য দেবগণ
পুনঃ পুনঃ সাট্টহাসে দেবী সেইক্ষণ ॥　　৩২

ভয়ঙ্কর সে নিনাদে জগত পূরিল
তারচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিশব্দ হ'ল ॥ ৩৩

সংক্ষুব্ধ সকল লোক সমুদ্র কাঁপিল
মহীধর সহ ক্ষিতি চালিত হইল ॥ ৩৪

জয় হোক দেবি! দেব আনন্দ গাইল
ভক্তিনত মুনিগণ তাঁহারে তোষিল ॥ ৩৫

ত্রিলোক সংক্ষুব্ধ দেখি দেব-অরি যত
উদ্যতাস্ত্র সৈন্য সহ রণে সমুদ্যত ॥ ৩৬

আঃ কি হৈল! ক্রোধে বলি মহিষ অসুর
শব্দ লক্ষ্য করি ধায় সসৈন্যে প্রচুর ॥ ৩৭

পদভরে নতক্ষিতি (কান্তি) ব্যাপ্ত ত্রিভুবন
মুকুট গগন স্পর্শী করে নিরীক্ষণ ॥ ৩৮

ধনুর্ব্বাণ টঙ্কারেতে কাপায়ে পাতাল
সহস্র ভুজেতে দেবী ব্যাপ্তা দিঙ্মণ্ডল ॥ ৩৯

নানা সস্ত্রে আলোকরি দিক্ দিগন্তর
আরম্ভিল যুদ্ধে উ'ভে অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৪০

চিক্ষুর চামর নামা অসুর সেনানী
চতুরঙ্গ বলান্বিত যুঝিল আপনি ॥ ৪১

ষাট হাজার রথ নিয়ে উদগ্র যুঝিল
মহাহনু দৈত্য সনে কোটি রথ ছিল ॥ ৪২

পাঁচ কোটি রথ সহ অসিলোমাসুর
ষষ্ঠিলক্ষে বাস্কলাখ্য যুঝিল প্রচুর। ৪৩

শত শত গজ বাজি কোটি রথ ল'য়ে
যুঝিল পরিবারিত অসুর সমরে ॥ ৪৪

বিড়ালাক্ষ নামধারী অন্য সেনাপতি
পঞ্চাশত কোটিরথে যুঝিল অরাতি ॥ ৪৫

রথ নাগ হয় বৃত অপর অসুর
যুঝিল দেবীর সনে সমরে প্রচুর ॥ ৪৬

হাজার হাজার কোটি হস্তী অশ্ব রথে
পরিবৃত ম'হেসুর হইল রণেতে ॥ ৪৭

তোমরে মুষলে কেহ পরশু পট্টিশে
ভিন্দিপালে খড়্গে কেহ তথা শক্তি পাশে ॥ ৪৮

শক্তি অস্ত্র হানি কেহ পাশাস্ত্র অপরে
খড়্গাঘাতে দেবী-বধ উপক্রম করে॥ ৪৯

নিজ শস্ত্র অস্ত্র দেবী করি বরিষণ
অনায়াসে অসুরাস্ত্র করিল ছেদন॥ ৫০

অম্লান বদনা দেবী দেবর্ষি তোষিতা
দৈত্য দেহে অস্ত্র ক্ষেপি রহে অবস্থিতা॥ ৫১

কম্পিত কেশর ক্রোধে দেবীর বাহন
ঘোরে সেনা মাঝে যথা বনে হুতাশন॥ ৫২

যুধ্যমানা ভগবতী ত্যজিলে নিশ্বাস
শত শত সেনাগণ হইল প্রকাশ॥ ৫৩

দেবীর প্রভাবে তারা নানা অস্ত্র ধরি
যুঝিল সমরে বহু সৈন্য নাশ করি॥ ৫৪

বাজায় পটহ কেহ শঙ্খধ্বনি করে
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ সে ঘোর সমরে॥ ৫৫

ত্রিশূলে গদায় কিংবা করি খড়্গাঘাত
শক্তি অস্ত্রে করে দেবী অসুর নিপাত॥ ৫৬

ঘণ্টা শব্দে মুগ্ধ হয়ে ভূমে নিপতিত
পাশ অস্ত্রে বদ্ধাসুর হ'ল আকর্ষিত ॥ ৫৭

তীক্ষ্ণ খড়্গপাতে কারে করিয়া ছেদন
গদাঘাতে মারি কারে করিলা পাতন ॥ ৫৮

মুষল আঘাতে কার রুধির বমন
শূলে ছিন্ন বক্ষ কার ধরণী শয়ন ॥ ৫৯

নিরন্তর শরাঘাতে দৈত্য সৈন্যগণ
আসি রণাঙ্গনে করে প্রাণ বিসর্জ্জন ॥ ৬০

কারো হ'ল ছিন্ন বাহু কারো গ্রীবাদেশ
ছিন্ন শির হ'ল কারো ভিন্ন মধ্যদেশ ॥ ৬১

ছিন্ন জঙ্ঘ মহাসুর ধরায় পড়িল
বাহুনেত্র পদ দেবী খণ্ডন করিল ॥ ৬২

মুণ্ডের ছেদনে কেহ পড়িয়া ভূতলে
পুনর্ব্বার যুঝিবারে উঠিয়া দাঁড়ালে ॥ ৬৩

ছিন্ন মুণ্ড অস্ত্র ধরি সমরে যুঝিল
মিলাইয়ে বাদ্যলয় কেহবা নাচিল ॥ ৬৪

খড়্গ শক্তি ঋষ্টি হস্তে কাটিয়া মুণ্ডন
দেবি! তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি করে সম্ভাষণ ॥ ৬৫

নিপতিত রথ নাগ অশ্বে রণস্থল
অসুরের জনতায় অগন্তব্য হ'ল ॥ ৬৬

অসুর সেনার মাঝে হস্ত্যশ্ব শোণিত
মহানদী প্রায় যেন হ'ল প্রবাহিত ॥ ৬৭

অসুরের সেনা দেবী ক্ষণে করে ক্ষয়
তৃণ কাষ্ঠ রাশি যথা অনলে নাশয় ॥ ৬৮

মহানাদ করি সিংহ দেবীর বাহন
অসুর দেহের প্রাণ করে নিঃসারণ ॥ ৬৯

দেবী আর দৈত্য সেনা যুঝিল ভীষণ
স্বর্গে করে পুষ্প বৃষ্টি যত দেবগণ ॥ ৭০

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে মহিষাসুর সৈন্য বধ ॥

তৃতীয় মাহাত্ম।

ঋষি বলিলেন ॥ ১

নিরখি নিহত সেনা সেনানী চিক্ষুর
ক্রোধে অম্বিকার রণে যায় মহাসুর ॥ ২

তোয়বর্ষে মেঘ যথা গিরি শৃঙ্গোপরে
শরবর্ষে তথাসুর ব্যাপিল দেবীরে ॥ ৩

অনায়াসে শর দেবী করিয়া ছেদন
অশ্ব গজ সসারথি করিল নিধন ॥ ৪

অত্যুন্নত ধ্বজ ধনু করিয়া ছেদন
ধনুর্দ্ধারী দেহে বাণ করিল বিন্ধন ॥ ৫

ছিন্নধনু রথ অশ্ব সারথি বিহীন
খড়গচর্ম্ম নিয়ে ধায় দেবী সম্মুখীন ॥ ৬

হানিয়া সিংহের মাথে খড়্গ তীক্ষ্ণ ধার
বেগে দেবী বামভুজে করিল প্রহার ॥ ৭

পড়িয়া বাহুতে খড়্গ ভাঙ্গিল যখন
ক্রোধে শূল নিল নৃপ ! অরুণ লোচন ॥ ৮

আকাশে ভাতিল যাহা রবি বিম্ব প্রায়
সেই শূল ক্ষেপিলেন দেবীর কায়ায়। ৯

নিরখি আগত, দেবী শূল নিক্ষেপিল
শূল সহ মহাসুর শতধা হইল ॥ ১০

মহিষের মহাবীর্য্য সেনানী নিহতে
গজারূঢ়! চামরাখ্য আসিল রণেতে ॥ ১১

দেবী প্রতি শক্তি অস্ত্র করিলে ক্ষেপণ
হুঙ্কারে করিলা দেবী নিষ্প্রভ, খণ্ডন ॥ ১২

ভগ্ন নিপতিত শক্তি নিরখি অসুর
শূল প্রক্ষেপিলে দেবী ভাঙ্গিকরে চুর ॥ ১৩

গজ কুম্ভান্তরে থাকি দেবীর বাহন
তার সনে বাহু যুদ্ধ করিল ভীষণ ॥ ১৪

গজ হ'তে এসে নেমে উভয়ে তখন
পরস্পর প্রহারেতে করিলেক রণ ॥ ১৫

আকাশে উঠিয়া বেগে দেবীর বাহন
করাঘাতে চামরের ছেদিল মুণ্ডন ॥ ১৬

শিলাবৃক্ষাদিতে দেবী উদগ্রে মারিল
দণ্ডমুষ্টি তলাঘাতে করালে হানিল ॥ ১৭

গদাপাতে উদ্ধতাখ্য ভিন্দিতে বাস্কলে
তাম্র অন্ধকে দেবী বাণেতে হানিলে ॥ ১৮

উগ্রাস্য উগ্রবীর্য্যাখ্য মহাহনুস্থর.
ত্রিশূলেতে ত্রিনয়না নাশে মহাসুর ॥ ১৯

অসিঘাতে বিড়ালের শিরচ্ছেদ করি
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ বাণে দেয় যমপুরী ॥ ২০

মহিষ অসুর হেরি নিজ সেনা ক্ষয়
মহিষ আকারে ত্রাসে দেব সেনা চয় ॥ ২১

তুণ্ডাঘাত খুরাঘাত লাঙ্গুল তাড়ন
শৃঙ্গে বিদারিয়ে কারে করিল নিধন ॥ ২২

কারে বেগে কারে নাদে ভ্রমণে কাহারে
নিশ্বাস পবনে ফেলে ভূতলে কাহারে ॥ ২৩

প্রথম সেনানী নাশি বধিতে বাহন
ধাইলে মহিষাসুর, দেবী রুষ্টা হন ॥ ২৪

খুরক্ষুণ্ণ মহীতল অসুর কোপিত
ভীমনাদে শৃঙ্গেফেলে অত্যুচ্চ পর্ব্বত ॥ ২৫

সবেগ ভ্রমণে করি মহী বিদারণ
লাঙ্গূল আহতে অব্ধি করিল প্লাবন ॥ ২৬

শৃঙ্গে বিদারিয়া মেঘ খণ্ডন করিল
নিশ্বাস অনিলে গিরি ভাঙ্গিয়া' পড়িল ॥ ২৭

ক্রোধোদ্দীপ্ত আগমন করি নিরীক্ষণ
অসুর বধিতে দেবী হইলা কোপন ॥ ২৮

পাশ অস্ত্রে মহাসুর করিলে বন্ধন
মহিষ আকার যুদ্ধে ত্যজি ততক্ষণ ॥ ২৯

ধরে সিংহরূপ, দেবী ছেদিলে মুণ্ডন
খড়্গহস্তে দেখাদিল পুরুষ ভীষণ ॥ ৩০

খড়্গ চর্ম্মসহ, বাণে করিলে ছেদন
মহাগজরূপ সেই করিল ধারণ ॥ ৩১

শুণ্ডে টানি মহাসিংহে করিলে গর্জ্জন
খড়্গাঘাতে শুণ্ড দেবী করিলা ছেদন ॥ ৩২

মহাসুর ধরি পুনঃ মহিষ আকার
সংক্ষোভিল চরাচর ত্রিলোক সংসার ॥ ৩৩

ক্রোধে চণ্ডী অত্যুত্তম মদ করি পান
পুনঃ পুনঃ হাসে দেবী অরুণ লোচন ॥ ৩৪

বলবীর্য্য মদোদ্ধতাসুর করি গরজন
শৃঙ্গ-ক্ষিপ্ত-গিরি করে দেবীতে ক্ষেপণ ॥ ৩৫

কহিতে লাগিলা, তাহা চূর্ণকরি শরে
মদোদ্ধৃত মুখরাগ অব্যক্ত অক্ষরে ॥ ৩৬

দেবী বলিলেন ॥ ৩৭

গর্জ্জ মূঢ় ! মধু পান করি যতক্ষণ
তোমারে বধিলে দেব করিবে গর্জ্জন ॥ ৩৮

ঋষি বলিলেন ॥ ৩৯

এই ব'লে ঊর্দ্ধে উঠে করি আরোহণ
কণ্ঠ ঘেরি পদে, (বক্ষে) শূল করিল বিন্ধন ॥ ৪০

নিজাননে জাতাসুর অর্দ্ধ নিষ্ক্রামিত
থাকিতে করিলা দেবী বীর্য্যেতে সংবৃত ॥

অর্দ্ধজাত মহাসুর করে যবে রণ
অসিঘাতে মুণ্ডছেদি করে নিপাতন ॥ ৪২

হাহাকার করি দৈত্যসেনা পলাইল
অশেষে অমরগণ আনন্দিত হ'ল ॥ ৪৩

মহর্ষি সহিত দেব চণ্ডীরে তোষিল
গন্ধর্ব্ব করিল গান অপ্সর নাচিল ॥ ৪৪

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধ ॥

চতুর্থ মাহাত্ম্য।

ঋষি বলিলেন ১ ॥

সসৈন্য মহিষাসুর হইলে নিহত
নত করি গ্রীবা স্কন্ধ যতেক অমর
আনন্দ পুলকজাত চারুকলেবর
তোষিলেন চণ্ডিকায় হইয়ে প্রণত ॥ ২

সর্ব্বদেব-শক্তিমূলে যেই প্রকাশিতা
বিরাজিছ ধরামাঝে দেবাদি পূজিতা
ভকতি হৃদযে মাতঃ করি নমস্কার
সাধহ কল্যাণ দেবি ! দেব সবাকার ॥ ৩

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ
করিতে অশক্ত যার মহিমা কীর্ত্তন
নাশিতে অশিব ভয় পালিতে সংসার
করগো মনন দেবি ! করি নমস্কার ॥ ৪

লক্ষ্মীরূপে স্থিতা যিনি সুকৃতি ভবনে।
অলক্ষ্মী স্বরূপা পুনঃ পাপাত্মা সদনে
কৃতধী হৃদয়ে বুদ্ধি শ্রদ্ধা সাধুজনে
সুকুলজে লজ্জারূপা রক্ষ বিশ্বজনে ॥ ৫

কি বর্ণিব চিন্তাতীত এরূপ তোমার
অসুর বিনাশকারী বীর্য্য চমৎকার
প্রকটিলে যে চরিত্র দেবাসুরা হবে
অচিন্ত্য বর্ণনাতীত তাই কে বর্ণিবে ॥ ৬

সত্ত্ব রজ স্তমোময়ী জগত কারণ
হরিহর অজানিত (কি) ছার দেবগণ

সর্ব্বাধারভূতা বিশ্ব তব অংশভূতা
পরমা প্রকৃতি আদ্যা দেবী অবিকৃতা ॥ ৭

স্বাহা স্বধা দেব যজ্ঞ পিতৃ হবির্দ্দানে
উচ্চারিলে প্রীতি সর্ব্বদেব পিতৃগণে
স্বাহা স্বধা অংশ তব অন্য কিছু নয়।
তাই স্বাহা স্বধা ব'লে তোমাকেই কয় ॥ ৮

মুক্তির কারণ দেবি! বিদ্যাস্বরূপিণী
চিন্তাতীতা সুমহতী ঐশ্বর্য্য শালিনী
মোক্ষকাম জিতেন্দ্রিয় তাই মুনিগণ
কামক্রোধ ত্যজি তোমা চিন্তে অনুক্ষণ ॥ ৯

বেদের আশ্রয় রম্যা শব্দ স্বরূপিনী
বেদ তুমি দেবী তুমি ঐশ্বর্য্য শালিনী
বার্ত্তারূপা দেবী তুমি জগত পালিনী
জগতের দরিদ্রতা দুঃখ বিনাশিনী ॥ ১০

মেধা তুমি সর্ব্বশাস্ত্র সার বিজ্ঞায়িণী
দুর্গম সংসারে একা সাগর তরণী
লক্ষ্মীরূপে কৈটভারি হৃদয় বাসিনী
দুর্গা গৌরী তুমি শশি মৌলি বিহারিণী ॥ ১১

ক্ষীণহাসি নিরমল স্বর্ণকান্তি সম
যে মুখ তোমার দেবি ! পূর্ণচন্দ্রোপম
আশ্চর্য্য ! মহিষাসুর নিরখি নয়নে
আত্মক্রোধে প্রহারিল সহসা বদনে ॥ ১২

চন্দ্রকান্তি সম দেবি ! সুন্দর বদন
ক্রোধে যবে হয়েছিল ভ্রূকুটীভীষণ
না মরিল অসুরেন্দ্র করি নিরীক্ষণ
আশ্চর্য্য ঘটনা বটে আশ্চর্য্য ঘটন
কোপিত যমের মুখ দরশন করি
বাঁচিতে পারে কি কেহ পারে কি না মরি ॥ ১৩

আনুকূলি দেবগণে হয়ে কোপান্বিত
সংহর সংহর দেবি ! অসুরে ত্বরিত
হ'লে তুমি কোপবতী সুবিশাল বল
অসুরের, পাবে নাশ অসুরের দল ॥ ১৪

প্রসন্না যাহারে তুমি অভীষ্ট দায়িনি !
জনপদ মাঝে হয় সেইতো সন্মানী
ধন কিংবা যশোরাশি চতুর্ব্বর্গ যত
নিরুদ্বিগ্ন পুত্রভৃত্য (দারে) কৃতার্থ সতত ॥ ১৫

তব প্রসন্নতা হেতু লোক পুণ্যবান
প্রতিদিন করিতেছে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান
তাই তারা স্বর্গধাম অধিকারী হয়
লোকত্রয়ে ফলদাত্রী তুমি অসংশয় ॥ ১৬

শঙ্কটে ভয়ার্ত্তজনে করিলে স্মরণ
কর জীব-ভীতিনাশ, কল্যাণ সাধন
শুভ মতি দেও তারে অভয়ে যে ডাকে !
দরিদ্রতা দুঃখভয় হারিণী চণ্ডিকে !
তুমি বিনা প্রাণিগণ কল্যাণ সাধিতে
দয়াদ্র হইবে চিত্ত কার ধরণীতে ॥ ১৭

হইবে জগতে সুখ অসুর নিধনে
সঞ্চিবেনা পুনঃ পাপ নরক গমনে
সংগ্রামে হইলে হত পাবে দিব্যলোক
তাই দেবি ; সংহারিছ দেবাসুর লোক ॥ ১৮

অন্যথা করিলে দৃষ্টি যারা ভস্মসাৎ
তাদের বিনাশ হেতু কেন শস্ত্রাঘাত
শস্ত্রাঘাতে পাবে স্বর্গ জানিয়ে আপনি
করেছ যে বিবেচনা অতি সাধ্বী জানি ॥ ১৯

উগ্র খড়্গ প্রভা, তীক্ষ্ণ কান্তিপুঞ্জ শূল
কেননা হানিল দৃষ্টি দেবারির কুল
অংশুমৎ ইন্দুখণ্ড সম তবানন
নেহারিল তাই দেবি ! না হ'ল পতন ॥ ২০

দুর্ব্বৃত্ত-বৃত্ত-শমন তোমার চরিত
হৃতদেব অসুরের নাশক বিক্রম
বৈরিকুলে যথা দয়া করি প্রকটিত
অচিন্ত্য তুলনাতীত অবর্ণ্য অসীম ॥ ২১

শত্রুভয় প্রদা তবরূপ মনোহর
পরাক্রম তব দেবি ! উপমা রহিত
হৃদে কৃপা কিন্তু দেবি ! সমরে নিঠুর
না হেরিনু ভবে আর এহেন চরিত ॥ ২২

তারিলে অখিল বিশ্ব নাশি অরিকুল
গেল চলি দিব্যধামে সংগ্রাম নিধনে
দেবগণ ভীতিযত হইল নির্ম্মূল
তাই করি প্রণিপাত তোমার চরণে ॥ ২৩

শূল খড়্গ ঘণ্টাধ্বনি ধনু-জ্যা টঙ্কারে
করহ পালন দেবি ! আমা সবাকারে ॥ ২৪

আত্ম শূল পরিভ্রমি সৌম্য ঘোররূপে
যাহে বিরাজ ত্রিলোকে
হস্তস্থিত খড়্গশূলে দিক্ চতুষ্টয়ে
পালহ দেবতা সবে সহ ধরণীরে ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭

ঋষি কহিলেন ॥ ২৮

নন্দন কানন জাত পুষ্প গন্ধার্চ্চিত
হইলা চণ্ডিকা দেবী দেবতা তোষিত ॥ ২৯

ভক্তিদেয় দিব্যধূপে প্রসন্ন আননে
সম্ভাষিলা চণ্ডী দেবী নত সুরগণে ॥ ৩০

দেবী বলিলেন ॥ ৩১

হয়েছি সন্তুষ্টা স্তবে তোমা সবাকার
যাচ দিব সেই বর ঈপ্সিত সবার ॥ ৩২

দেবতাগণ বলিলেন ॥ ৩৩

বধিয়া মহিষাসুর করেছ সকল
নাহি আর বাকী কিছু চাহিতে সুফল ॥ ৩৪

তবু যদি দিবে বর ওগো মহেশ্বরি !
বিপদে করিও ত্রাণ যবে তোমা স্মরি ॥ ৩৫

এই স্তবে যে মানব তোষিবে তোমায়
দিও মা অমলাননে ! বিভব নিচয় ॥ ৩৬

বিত্ত ধন দারাসুত ঐশ্বর্য্য সম্পদ
বাড়াইয়ে দিও তার অম্বিকে ! সতত ॥ ৩৭

ঋষি বলিলেন ॥ ৩৮

আত্মা আর জগদর্থে করিলে তোষিত
"তথাস্তু" হইবে বলি দেবী অন্তর্হিত। ৩৯

জগত্রয় হিতৈষিনী দেবী পূর্ব্বকালে
কহিলাম যথা দেব দেহে জনমিলে ॥ ৪০

শুম্ভ নিশুম্ভাদি দুষ্ট দেবারি নিধনে
দেব উপকার হেতু ত্রিলোক রক্ষণে ॥ ৪১

যেই ভাবে গৌরী দেহে হয় সমদ্ভূতা
শোন বলি যথাবৎ সেসব বারতা ॥ ৪২

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক
মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম মাহাত্ম্য।

ঋষি বলিলেন॥ ১

মদবলে যবে শুম্ভ নিশুম্ভ অসুর
হরেছিল যজ্ঞভাগ ইন্দ্রের ত্রিলোক॥ ২

কুবের বরুণ চন্দ্র আদি দেবতার
কেড়ে নিল সূর্য্য যম অগ্নি অধিকার॥ ৩

তিরস্কৃত ভ্রষ্টরাজ্য হয়ে পরাভূত
হৃত স্বর্গ স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত॥ ৪

আসিয়া মিলিলা তবে সর্ব্ব দেবগণ
চণ্ডিকার বর প্রতি করিলা স্মরণ॥ ৫

নাশিবে আপদ সদ্য করিলে স্মরণ
দিয়াছিল এই বর প্রতি দেবগণ॥ ৬

এইরূপে দেবগণ ভাবিয়া মনেতে
হিমালয়ে গেল চলি দেবীরে তোষিতে॥ ৭

দেবগণ বলিলেন॥ ৮

নমো দেবী মহাদেবী প্রকৃতি কল্যাণী
নমো দেবী পালয়িত্রী মঙ্গল সাধিনী॥ ৯

নমো দেবী রুদ্রা, গৌরী, ধাত্রী রূপধারী
নমো দেবী নিত্যা তুমি জ্যোৎস্না রূপিণী ॥
নমো দেবী ইন্দুরূপা আনন্দ দায়িনী
নমো দেবী কল্যাণীনি সম্পাদ রূপিণী। ১০

নমো দেবী সিদ্ধিরূপা রাজলক্ষ্মীশ্বরী
অলক্ষ্মীরূপিণী দেবী নমো মহেশ্বরী ॥ ১১

নমো দুর্গা ব্রহ্মরূপা দুর্গম তারিণী
কৃষ্ণ ধূম্ররূপা দেবী সকল জননী ॥ ১২

সৌম্যাতি রুদ্র রূপিণী জগত পালিকে !
দেবমূর্ত্তি ক্রিয়ারূপা নমামি অম্বিকে ॥ ১৩

বিষ্ণু মায়ারূপে যিনি সর্ব্বভূতে স্থিতা ১৪। ১৫
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ১৬

চিৎরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ১৭।১৮
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ১৯

বুদ্ধিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ২০।২১
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ২২

নিদ্রারূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ২৩।২৪
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ২৫

ক্ষুধারূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ২৬।২৭
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ২৮

ছায়ারূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ২৯।৩০
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৩১

শক্তিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৩২।৩৩
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৩৪

তৃষ্ণারূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৩৫।৩৬
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৩৭

ক্ষান্তিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৩৮।৩৯
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৪০

জাতিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৪১।৪২
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৪৩

লজ্জারূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৪৪।৪৫
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৪৬

শান্তিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৪৭।৪৮
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৪৯

শ্রদ্ধারূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৫০।৫১
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৫২

কান্তিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৫৩।৫৪
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৫৫

লক্ষ্মীরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৫৬।৫৭
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৫৮

বৃত্তিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৫৯।৬০
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৬১

স্মৃতিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৬২।৬৩
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৬৪

দয়ারূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৬৫।৬৬
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৬৭

তুষ্টিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৬৮।৬৯
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৭০

মাতৃরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৭১।৭২
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৭৩

ভ্রান্তিরূপে যেই দেবী সর্ব্বভূতে স্থিতা ৭৪।৭৫
প্রণমামি মাহেশ্বরী মায়েতি শব্দিতা ॥ ৭৬

পঞ্চভূত দশেন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী তুমি
সকল জীবেতে ব্যাপ্তা চণ্ডিকে ! নমামি ॥ ৭৭

চিৎরূপে যিনি সর্ব্বভূতের আধার ৭৮।৭৯
নমস্কার করি তাঁয় করি নমস্কার ॥ ৮০

দেবাসুর রণে যিনি দেবতা সংস্তুতা
প্রতিদিন হন যিনি সুরেন্দ্র সেবিতা
উদ্ধত দৈত্য তাপিত দেবতা, যাহার
ভকতি বিনম্র দেহে করে নমস্কার
স্মরণে বিপদ রাশি বিনাশ কারণ
হৌক তিনি শুভদাত্রী বিপদ বারণ ॥ ৮১।৮২

ঋষি বলিলেন ॥ ৮৩

(রাজন্) এইরূপে স্তব যবে করে দেবগণ
স্নান হেতু জাহ্নবীতে দেবীর গমন ॥ ৮৪

কাহার এস্তব কর করিলে জিজ্ঞাসা
দেবী দেহ সমুদ্ভূতা বলিলেন শিবা॥ ৮৫

"শুম্ভ নিশুম্ভের রণে হয়ে পরাজিত
মোরে স্তব করিতেছ দেব সমবেত"॥ ৮৬

পার্ব্বতী শরীর কোষ হ'তে সমুদ্ভূতা
কৌষিকী বলিয়া তাই ভুবনে বিখ্যাতা॥ ৮৭

কৌষিকীর আবির্ভাব হইল যখন
হিমাচল কৃতাশ্রয়া পার্ব্বতী তখন
কৃষ্ণবর্ণে দেখা দিলা হ'য়ে আবির্ভূতা
কালিকা নামেতে তাই সংসারে আখ্যাতা॥ ৮৮

ধরিয়া সুন্দর রূপ কৌষিকী রহিল
চণ্ডমুণ্ড ভৃত্য আসি তাঁহারে দেখিল॥ ৮৯

বলিল তাহারা আসি শুম্ভ মহারাজে
হিমাচল শোভমানা কে নারী বিরাজে॥ ৯০

অত্যুত্তম রূপ কেহ দেখেনি কখন
জান এই নারী কেবা করহ গ্রহণ॥ ৯১

দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিয়া স্ত্রীরত্ন সুন্দরী
রয়েছে দেখিতে যোগ্য হয় দেবতারি ! ॥ ৯২

প্রভো।) ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ হস্তী অশ্ব রত্ন মণি
শোভিছে তোমার গৃহে কত মহামণি ॥ ৯৩

ইন্দ্র হ'তে আনিয়াছ গজ ঐরাবত
উচ্চৈঃশ্রবা হয় আর তরু পারিজাত ॥ ৯৪

হংসযুক্ত অত্যদ্ভূত ব্রহ্মার বিমান
রয়েছে শোভিয়া তব আপন প্রাঙ্গন ॥ ৯৫

কুবেরের মহাপদ্ম নিধি হয়েছে আনীত
কিঞ্জল্কিনী পদ্মমালা সাগর অর্পিত ॥ ৮৬

স্বর্ণস্রাবি (বরুণ) ছত্র, প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ রথ
শোভিতেছে তব গৃহে অতি মনোহর ॥ ৯৭

যমের (উৎ) ক্রান্তিদা শক্তি এনেছ হরিয়া
বরুণের পাশ, সর্ব্ব সাগর রতন
ঝলসিছে নিশুম্ভের বাহুতে শোভিয়া ৯৮
দিয়াছে অগনি তব অদাহ্য বরণ ॥ ৯৯

(দৈত্যেন্দ্র !) অন্য যত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এনেছ রতন
কল্যাণী এ রত্ন কেন না কর গ্রহণ ॥ ১০০

ঋষি বলিলেন ॥ ১০১

শুনিয়া বচন শুম্ভ চণ্ড মুণ্ড মুখে
পাঠাইল সুগ্রীবেরে দেবীর সম্মুখে ॥ ১০২

দেবীকে বলিবে যথা বলিনু আপনি
যাতে প্রীতি সহ আসে করিবে তেমনি ॥ ১০৩

গেল দূত যথা দেবী সুন্দর প্রদেশে
কহিতে লাগিল মৃদু সুমধুর ভাষে ॥ ১০৪

দূত বলিলেন ॥ ১০৫

(দেবি !) ত্রিলোকের অধিপতি শুম্ভ মহারাজ
পাঠাইল দূত মোরে তোমার সকাশ ॥ ১০৬

যার আজ্ঞা দেবগণে রহে অব্যাহত
যার তরে দেবগণ রণে পরাজিত
যে বারতা লয়ে মোরে করেছে প্রেরণ
অশেষে কহিনু সব করহ শ্রবণ ॥ ১০৭

সমস্ত ত্রিলোক মম দেব মম বশে
সর্ব্ব যজ্ঞভাগ অশেষ বিশেষে ॥ ১০৮

"ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ গজ মানিক রতন
বশীভূত আছে মম সুরেন্দ্র বাহন ॥ ১০৯

"সাগর মন্থনে দেব যে অশ্ব রতন
লভেছিল, তাও মোরে করেছে অর্পণ ॥ ১১০

"দেব গন্ধর্ব্ব উরগে যা কিছু রতন
সকলি আমার বশে হয়েছে এখন ॥ ১১১

"রত্নভুজ বলি মোরা জানে সর্ব্বজন
স্ত্রীরত্ন সুন্দরি ! কর মোদেরে গ্রহণ ॥ ১১২

(চঞ্চলাপাঙ্গি!) লোক মাঝে তুমি বট রমনী রতন
ভজ মোরে কিংবা কর নিশুম্ভে বরণ ॥ ১১৩

অতুল ঐশ্বর্য্যে রবে করিলে গ্রহণ
তাই বিবেচিয়া কর আমাকে বরণ ॥ ১১৪

ঋষি বলিলেন ॥ ১১৫

জগদ্ধাত্রী দেবী শুনি দূতের বচন
সুগম্ভীর মৃদু হাসে কহিল তখন ॥ ১১৬

দেবী বলিলেন ॥ ১১৭ ॥

(হে দূত !) শুম্ভ নিশুম্ভের কথা যে বলিলে তুমি
ত্রিলোকের অধিপতি জানি সত্য আমি ॥ ১১৮

(শোন দূত) ক্ষীণমতি শিশুকালে যে করেছি পণ
কি করিয়া মিথ্যা তাহা করিব এখন ॥ ১১৯

দর্প নাশ করি যিনি জিনিবেক রণ
তুল্য বলশালী তায় করিব বরণ ॥ ১২০

যে হয় তাদের শীঘ্র আসি একজন
জিনিয়া সংগ্রামে মোরে করুক গ্রহণ ॥ ১২১

দূত বলিলেন ॥ ১২২

গর্ব্ব না করিও দেবী ! কে আছে ত্রিলোকে
দাড়াইতে সাধ্য কার দেবারি সন্নিধে ॥ ১২৩

ত্রিদশ দাড়াতে নারে যার দৈত্য রণে
যাইবে শুম্ভের পাশ একাকী কেমনে ॥ ১২৪

ইন্দ্রাদি তিষ্টিতে নারে যাহার সংযুগে
কেমনে অবলা তুমি যাইবে সম্মুখে ॥ ১২৫

কেশাকর্ষণ অগৌরব হইবে তোমার
নাহি যদি যাও তথা বচনে আমার ॥ ১২৬

দেবী বলিলেন ॥ ১২৭

সত্য বটে শুম্ভ আদি অতি বলবান
কি করি করেছি পণ না করে চিন্তন ॥ ১২৮

যা বলিনু কহ যেয়ে অসুরেন্দ্র প্রতি
করিবেন যুক্ত যাহা দৈত্য অধিপতি ॥ ১২৯

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে দেবীর দূত সংবাদ ॥

ষষ্ঠ মাহাত্ম্য।

ঋষি বলিলেন ॥ ১

শুনিয়া দেবীর বাণী ক্রোধেতে বিহ্বল
আসিয়া বলিল নৃপে বৃত্তান্ত সকল ॥ ২

দূত মুখে শুনি কথা সক্রোধে দেবারি
সম্বোধিয়া বলে দৈত্যে ধূম্র নাম ধারী ॥ ৩

যাও ধূম্র! সৈন্য সহ যাও শীঘ্র করি
কেশাকর্ষি নিয়ে এস সেই দুষ্টা নারী ॥ ৪

দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ববা পরিত্রাণে তার
নাশিবে, আসিবে যেই, সম্মুখে তোমার ॥ ৫

ঋষি বলিলেন ॥ ৬

পাইয়া আদেশ দূত ধূম্র নাম ধারী
ছ'অযুত সেনা নিয়ে গেল শীঘ্র করি ॥ ৭

হিমাচল নিবাসিনী দেখিয়া দেবীরে
উচ্চভাষে বলে দূত তথা যাইবারে ॥ ৮

"প্রীতিতে যদি না যাবে প্রভুর সদনে
বল করি নিব কেশাকর্ষণ পীড়নে" ॥ ৯

দেবী বলিলেন ॥ ১০

দানব প্রেরিত সৈন্যে পরিবৃত
তুমি নিজে বলধারী,
যদি বল ক'রে নিয়ে যাবে মোরে
বল কি করিতে পারি ॥ ১১

ঋষি বলিলেন ॥ ১২

শুনি কথা, দেবী প্রতি হইলে ধাবিত
হুঙ্কারে করিলা দেবী ধূম্রে ভস্মীভূত ॥ ১৩

অসুরের মহাসৈন্য ক্রোধ সহকারে
শক্তি আদি তীক্ষ্ণ বাণ হানিল দেবীরে ॥ ১৪

দেবীর বাহন সিংহ কম্পিত-কেশর
পড়ি ক্রোধে উচ্চনাদে দৈত্য সেনোপর ॥ ১৫

কারে কর-প্রহারেতে বদনে কাহারে
আক্রমিয়া মহাক্রোধে বধিল অসুরে ॥ ১৬

নখেতে বিদীর্ণ করে উদর কাহার
তলাঘাতে ছিন্ন শির করিল তাহার ॥ ১৭

ছিন্ন বাহু শির, সিংহ করিয়া অপরে
উদর শোণিত পান করিল বিস্তরে ॥ ১৮

এইরূপে ক্ষণকালে কোপিত বাহন
অসুরের বল যত করিল নিধন ॥ ১৯

দেবী করে ধূম্র বধ সিংহ বলক্ষয়
শুনি দৈত্য অধিপতি কোপান্বিত হয় ॥ ২০

কম্পিত অধরে ডাকি চণ্ড মুণ্ডাসুরে
আদেশ করিল কত অশেষ প্রকারে ॥ ২১

চণ্ড ! মুণ্ড ! হয়ে বহু সৈন্যে পরিবৃত
যাও তথা আন সেই নারীকে ত্বরিত ॥ ২২

এনো কেশেধরি কিংবা করিয়া বন্ধন
সংশয়ে, করিও সবে অস্ত্রে প্রহরণ ॥ ২৩

হত প্রায় হ'লে দুষ্টা, সিংহেরে মারিয়া
বেঁধে নিয়ে অম্বিকারে আসিবে চলিয়া ॥ ২৪

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে শুম্ভ নিশুম্ভ সেনানী ধূম্রলোচন বধ ॥

সপ্তম মাহাত্ম্য।

ঋষি বলিলেন ॥ ১

আজ্ঞা পেয়ে চণ্ড মুণ্ড আদি দৈত্যগণ
অস্ত্র সহ চতুরঙ্গে করিল গমন ॥ ২

সুবর্ণ শৈলেন্দ্র শৃঙ্গে কেশরী-বাহন
মৃদু হাসি চণ্ডিকারে করিল ঈক্ষণ ॥ ৩

বাণ অসি ধরি করে ধরিতে উদ্যত
আসিলা নিকটে তাঁর অসুর উদ্ধত ॥ ৪

তা দেখি অরির প্রতি কোপিত ভীষণ
মসীবর্ণ হ'ল কোপে দেবীর বদন ॥ ৩

অসি:পাশ ধারী কালী করাল বদন
ললাটেতে জনমিল, ভ্রুকুটী ভীষণ ॥ ৬

বিচিত্র যষ্টিধারিনী নরমালা বিভূষণা
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরীধানা শুষ্ক মাংসাতিভীষণা ॥ ৭

ভীতীপূর্ণ লোলজিহ্বা অতি বিস্তার বদনা
নাদে পূর্ণ দিঙ্মণ্ডলা নিমগ্নারক্ত নয়না ॥ ৮

প্রহারিয়া মহাসুরে পড়ি ক্ষিপ্র গতি
ভক্ষণ করিলা সেনা ত্রিদশ অরাতি । ৯

পার্ষ্ণি গ্রাহাঙ্কুশ গজ যুদ্ধ ঘণ্টাধারী
দিলা সব মুখে ফেলি এক হস্তে ধরি ॥ ১০

অশ্ব সহ অশ্বারোহী সরথ সারথি
দশনে চর্ব্বন করে মুখে ফেলি অতি ॥ ১১

কারে ধরি কেশে কারে ধরি গ্রীবাদেশে
পদাঘাতে মারি কারে মর্দ্দিলা উরসে * ॥ ১২

নিক্ষিপ্ত অসুর শস্ত্র মহা অস্ত্রগণ
মুখে ধরি ক্রোধে কৈ'লা দন্তেতে চূর্ণন ॥ ১৩

মহাবল অসুরের যত সৈন্যগণ
ভক্ষণ, মর্দ্দন কিংবা করিলা তাড়ণ ॥ ১৪

খট্টাঙ্গে তাড়িলা কারে অসিতে হানিলা
দন্তাঘাতে হত করি অসুর নাশিলা ॥ ১৫

ক্ষণ মধ্যে দৈত্যবল হেরিয়া নিধন
ধাইল কালীর প্রতি চণ্ড সেইক্ষণ ॥ ১৬

শরবর্ষে চণ্ডাসুর চক্রে মুণ্ডবীর
আচ্ছাদিল ত্রিনয়না দেবীর শরীর ॥ ১৭

প্রবেশিয়া চক্রগুলি দেবীর বদন
মেঘমাঝে অর্কবিম্ব শোভিল যেমন ॥ ১৮

* উরসে=বক্ষে।

রোষে ভীম হাসে কালী ভৈরবনাদিনী
দংষ্ট্রোজ্জ্বল ভীমবক্ত্রা দুর্দ্দর্শ দন্তিনী ॥ ১৯

হুং শব্দেতে অসি নিয়ে চণ্ডে ধেয়ে গেল
কেশে ধরি শির তার তখনি ছেদিল ॥ ২০

চণ্ডে হত দেখি মুণ্ড দেবী প্রতি ধায়
দেবী খড়্গাঘাতে সেও পড়িল ধরায় ॥ ২১

হত চণ্ড মুণ্ডে দেখি অন্য সৈন্যগণ
ভীত হয়ে চারিদিকে করে পলায়ন ॥ ২২

চণ্ড মুণ্ড শির কালী করিয়া গ্রহণ
উচ্চহাসে চণ্ডী প্রতি কহিলা তখন ॥ ২৩

যুদ্ধ যজ্ঞে মহাপশু দিনু উপহার
শুম্ভ নিশুম্ভকে নিজে করহ সংহার ॥ ২৪

ঋষি বলিলেন ॥ ২৫

মহাসুর শির সহ হেরি কালিকারে
কল্যাণী চণ্ডিকা কহে সুমধুর স্বরে ॥ ২৬

চণ্ড মুণ্ড শির নিয়ে এলে যেই হেথা
চামুণ্ডা বলিয়া লোকে হইবে বিখ্যাতা ॥ ২৭

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে
দেবী মাহাত্ম্যে চণ্ড মুণ্ড বধ ॥

অষ্টম মাহাত্ম্য।

ঋষি বলিলেন ॥ ১

সেনা সহ চণ্ড মুণ্ড হইলে নিহত
বহু সৈন্য ক্ষতি হেতু কোপাবিষ্ট চিত ॥

অসুরের অধিপতি শুম্ভ বলবান্
যুদ্ধার্থে সকল সেনা করে আজ্ঞাদান ॥

ষড়শীতি দৈত্য সেনা বহু সৈন্যেবৃত
চৌরাশী কম্বুক তথা যাউক ত্বরিত ॥ ৪

পঞ্চাশত কোটি বীর্য্য শত ধৌম্র সেনা
কালকা দৌহৃতা মৌর্য্যা কালকেয়াসুরা
শীঘ্র করি মমাদেশে যুদ্ধের কারণ
হইয়া সজ্জিত সবে করুক গমন ॥ ৫।৬

আজ্ঞা করি এই মতে ভৈরব-শাসন
বহুসেনা নিয়ে শুম্ভ করিল গমন ॥ ৭

নিরখি আসিতে শুম্ভ সেনানী ভীষণ
জ্যাশব্দে করিলা দেবী পূরিত ভুবন ॥ ৮

(নৃপ !) মহানাদ করিলেক দেবীর বাহন
ঘণ্টা শব্দে দেবী তায় করিলা বর্দ্ধন ॥ ৯

দিঙ্মণ্ডল ব্যাপী নাদে বিস্তারি আনন
ঘণ্টাদির শব্দ কালী করিলা হনন ॥ ১০

শুনি ক্রোধে ভীমশব্দ দৈত্য সৈন্যগণ
দেবী, সিংহ, তথা কালী করিল বেষ্টন ॥ ১১

(ভূপ !) সুরদ্বেষী বিনাশিতে এহেন সময়ে
সাধিতে কল্যাণ শ্রেষ্ঠ দেবতা নিচয়ে
ব্রহ্মা বিষ্ণু গুহেশাদি ইন্দ্র দেবতার
দেহজাত শক্তিগণ স্বরূপে আকার
যাহার যেমন রূপ ভূষণ বাহন
সেইভাবে রণ ভূমে করিলা গমন ॥ ১২।১৩।১৪

অক্ষসূত্র কমণ্ডলু হংসযুক্ত রথে
প্রথমে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীখ্যাতিতে ॥ ১৫

ত্রিশূল বরধারিণী অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষণা
বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী অহিবলয় শোভনা ॥ ১৬

কৌমারী কার্ত্তিকাকৃতি ময়ূর বাহনা
আসিলা রণেতে শক্তি-হস্তা বরাননা ॥ ১৭

আসিলা বৈষ্ণবী শক্তি গরুড় বাহনে
শঙ্খ চক্র গদা ধনুঃ খড়্গ অস্ত্র সনে ॥ ১৮

হরির বাহন নামে যজ্ঞীয় মূরতি
বরাহ রূপেতে এলো তাঁহার শকতি ॥ ১৯

উৎপাটিয়া তারা যেন কেশর আঘাতে
নারসিংহী শক্তি এলো নৃসিংহ রূপেতে ॥ ২০

সহস্র নয়না ঐন্দ্রী গজরাজোপরে
বজ্র হস্তে গেল রণে শক্ররূপ ধরে ॥ ২১

দেবশক্তি পরিবৃত কহিল ঈশান
(চণ্ডিকে !) মম প্রীতিকর কর অসুর নিধন ॥ ২২

শিবাশত নিনাদিনী ক্রুদ্ধাতি বিহ্বলা
দেবী দেহ হ'তে দেবী চণ্ডী বিকাশিলা ॥ ২৩

ধূম্রজট শিবে দেবী কহিলা ডাকিয়ে
শুম্ভাদির পাশে যেতে দূতরূপী হয়ে ॥ ২৪

গর্ব্বিত দানবপতি শুম্ভ নিশুম্ভেরে
বলিও যুদ্ধার্থী যত অন্য দানবেরে ॥" ২৫

"যাইতে পাতালে যদি বাসনা জীবনে
ত্রিলোক ইন্দ্রকে, হবি দিয়ে দেবগণে ॥" ২৬

"বল গর্ব্বে যদি চাহ যুদ্ধ করিবার
দানব পিশিতে তৃপ্তি হইবে শিবার ॥" ২৭

যথা দেবী করে শিবে দূতত্বে নিয়ত
তাই শিবদূতী বলি ভুবনে বিখ্যাত ॥ ২৮

শিব মুখে দেবী-বাণী শুনি দৈত্যগণ
রোষ ভরে দেবী পাশে করিল গমন ॥ ২৯

প্রথমেই ক্ষেপি শর শক্তি অস্ত্র যত
সক্রোধে অসুর করে দেবীকে বিব্রত ॥ ৩০

অসুর নিক্ষিপ্ত শর শূল চক্র কুঠারি
ধনুর্ব্বাণে দিলা দেবী খণ্ড খণ্ড করি ॥ ৩১

করি শূলে বিদারণ খট্বাঙ্গে মর্দ্দন
শুম্ভাসুর পাশে দেবী করে বিচরণ ॥ ৩২

যে স্থলে ব্রহ্মাণী যান কমণ্ডলু জল
নিক্ষেপি অসুরে করে নিস্তেজ নির্ব্বল ॥ ৩৩
ত্রিশূলেতে মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী চক্রেতে
হানিলা দানব, ক্রুদ্ধা কৌমারী শক্তিতে ॥ ৩৪

ঐন্দ্রীর কুলিশ পাতে * বিদারিত শত
রুধির বমন করি ভূতলে পতিত ॥ ৩৫

বিদীর্ণ হৃদয় দন্তে, তুণ্ডে বিতাড়িত
চক্রে বিদারিত হয়ে ভূতলে শায়িত ॥ ৩৬

খাইল কতেক, নখে চিরিয়া অন্যেরে
ভীমনাদে নারসিংহী সমরে বিচরে ॥ ৩৭

অট্টহাসে শিবদূতী করিয়া নিধন
ফেলিয়ে ভূতলে করে অসুর ভক্ষণ ॥ ৩৮

দেখি ক্রুদ্ধ মাতৃগণে অসুর মর্দ্দন
দেবতারি সেনা যত করে পলায়ন ॥ ৩৯

---

* কুলিশপাতে = বজ্রাঘাতে।

মাতৃগণার্দ্দিত সেনা দেখি পলায়ন
ক্রোধে রক্তবীজ করে যুদ্ধে আগমন ॥ ৪০

যাহার শোণিত বিন্দু পড়িলে ভূতলে
সমকায় মহাসুর জন্মে সেইকালে ॥ ৪১

গদাপাণি মহাসুর ঐন্দ্রীর সমরে
বিতাড়িত ইন্দ্রে বজ্রে শোণিত উদ্গারে ॥ ৪২

শোণিত পতনে তার তুল্য পরাক্রম
উপজিল মহাসুর অতুল বিক্রম ॥ ৪৩

যত বিন্দু রক্তপাত হইল তাহার
সমবীর্য্য মহাসুর জন্মে পুনর্ব্বার ॥ ৪৪

শোণিত-সম্ভব সেই মহাসুরগণ
ভীম অস্ত্রে যুদ্ধ করে সহ মাতৃগণ ॥ ৪৫

বজ্রপাতে মুণ্ড যবে হইলে নিহত
শোণিত প্রবাহে জন্মে পুনঃ শত শত ॥ ৪৬

বৈষ্ণবী সমরে চক্রে করিলে হনন
গদাঘাতে ঐন্দ্রী তায় করিল তাড়ণ ॥ ৪৭

বৈষ্ণবীর চক্রাঘাতে রুধির সম্ভব
সহস্র সহস্রাসুরে আবরিল ভব ॥ ৪৮

অসিতে বারাহী শক্তি অস্ত্রেতে কৌমারী
ত্রিশূলে হানিলা রক্তবীজে মাহেশ্বরী ॥ ৪৯

মহাসুর রক্তবীজ কোপাবিষ্ট মনে
একে একে হানে গদা সর্ব্ব মাতৃগণে ॥ ৫০

শক্তি শূলাদিতে স্বয়ং হইলে আহত
রক্তপাতে পুনঃ জন্মে দৈত্য শত শত ॥ ৫১

অসুর শোণিত জাত অসুরে ভুবন
পরিব্যাপ্ত দেখি, ভীত হ'ল দেবগণ ॥ ৫২

ত্রিদশে বিষণ্ণ হেরি রণে ত্রস্তা কালী
সম্বোধিয়া চামুণ্ডায় বলিলেন বাণী ॥ ৫৩

(চামুণ্ডে !) ব্যাদানিয়া মুখ তব কর রক্ত পান
শস্ত্রাঘাত নিপতিত রক্ত সম্ভাবিত
মহাসুর জাত যত করহ ভক্ষণ
বিচরণ কর রণে হইবে ক্ষয়িত ॥ ৫৪।৫৫

ক্ষীণ রক্ত হবে ওরা করিলে ভক্ষণ
না জন্মিবে পুনঃ দৈত্য করিবারে রণ ॥ ৫৬

এত বলি দেবী তারে শূলেতে বিন্ধিলা
রক্তবীজ-রক্ত কালী বদনে ধরিলা ॥ ৫৭ ॥

গদামারে রক্তবীজ চণ্ডিকার গায়
কিছুমাত্র ব্যাথা নাহি দেবী তাহে পায় ॥ ৫৮

আহত অসুর হ'তে রক্ত পড়ে যত
চামুণ্ডা বদন পাতি পান করে তত ॥ ৫৯

রক্তপাতে কালীমুখে যেই দৈত্য হয়
রক্তবীজ সহ রক্ত খায় সমুদয় ॥ ৬০

রক্তপীত রক্তবীজে মারি শূল বাণ
অসিবজ্র ঋষ্ট্যাদিতে* নাশিলা পরাণ ॥ ৬১

রক্তবীজ মহাসুর রক্তশূন্য হ'ল
শস্ত্রাহত হয়ে ভূপ ! ভূতলে পড়িল ॥ ৬২

---

*ঋষ্টি = অস্ত্রবিশেষ ॥

(নৃপ !) অতুল আনন্দে ভাসে যত দেবগণ
রক্তপানে মদোন্মত্ত নাচে মাতৃগণ ॥ ৬৩

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে রক্তবীজ বধ ॥

নবম মাহাত্ম্য।

রাজা বলিলেন ॥ ১

মাহাত্ম্য দেবী—চরিত অসুর নিধন
যে কহিলে ভগবন্ ! বিচিত্র কথন ॥ ২

রক্তবীজ নিপাতনে নিশুম্ভ কোপন
কি করিলে শুম্ভ পুনঃ শুনিতে মনন ॥ ৩

ঋষি বলিলেন ॥ ৪

বহু সেনা সহ রক্তবীজের পতন
নিরখি নিশুম্ভ শুম্ভ হইল কোপন ॥ ৫

মহাসৈন্য হেরি হত নিশুম্ভ কোপন
মুখ্য সেনা সহ রণে করিল গমন ॥ ৬

অগ্রে পৃষ্ঠে পার্শ্বে তার দৈত্য ক্রোধভরে
দংশি ওষ্ঠপুট যায় দেবী বধিবারে ॥ ৭

নিজ সৈন্য পরিবৃত শুম্ভ বলবান
যুঝি মাতৃগণে ধায় চণ্ডী সন্নিধান ॥ ৮

দেবী সহ শুম্ভাদির অতিভীম রণ
শরবর্ষ হয় যেন মেঘ বরিষণ ॥ ৯

নিজবাণে অসুরাস্ত্র করিয়া খণ্ডন
শুম্ভাদিরে শস্ত্রে দেবী করিলা তাড়ণ ॥ ১০

সুশাণিত খড়্গ দীপ্ত চর্ম্ম করে ধরে
দেবীর বাহন শিরে নিশুম্ভ প্রহারে ॥ ১১

সিংহাহত হেরি দেবী খুরপ্রে তখন
অষ্টচন্দ্র চর্ম্ম, অসি করিলা খণ্ডন ॥ ১২

খড়্গ চর্ম্ম হ'লে ছিন্ন শক্তি নিক্ষেপিল
হেরি তাহা মহাদেবী চক্রে দ্বিখণ্ডিল ॥ ১৩

কোপিত দানব তবে শূল নিক্ষেপিল
মুষ্টিপাতে দেবী তাহা চূর্ণ করি দিল ॥ ১৪

আঘূর্ণিত গদা দৈত্য ক্ষেপে চণ্ডিকায়
দেবীর ত্রিশূলে কিন্তু ভস্ম হয়ে যায়॥　১৫

হস্তেতে পরশু নিয়ে দানব আসিলে
দেবী-বাণে হ'ল হত, পড়িল ভূতলে॥　১৬

নিশুম্ভ ভীম বিক্রম হইলে নিহত
দেবীকে নাশিতে গেল শুম্ভ কোপান্বিত॥　১৭

রথে চড়ি অষ্টহস্তে দীর্ঘাস্ত্র ধরিয়া
রহিলেক সুশোভিত আকাশ ব্যাপিয়া॥　১৮

নিরখি আগত, দেবী করিল বাদন
শঙ্খ ঘণ্টা ধনুর্ব্বাণ অতীব ভীষণ॥　১৯

ঘণ্টাশব্দে দিঙ্মণ্ডল আপূরিত করি
দানব সেনার তেজ দিল ক্ষয় করি॥　২০

বিদূরিত গজমত্ত নাদেতে বাহন
স-আকাশ দশদিক্ পূরিল ভুবন॥　২১

আকাশে উঠিয়া কালী পৃথিবী তাড়িল
করতালি শব্দে পূর্ব্ব শব্দ নিবারিল॥　২২

অশিব অট্টাট্ট হাসে হাসি শিবদূতী
ত্রাসিলা অসুরে যত, ক্রুদ্ধ শুম্ভ অতি ॥ ২৩

তিষ্ঠ তিষ্ঠ দুরাত্মন্! বলিলে অম্বিকা
জয় জয় শব্দ করে আকাশে দেবতা ॥ ২৪

আসি শুম্ভ ভীম শিখা শক্তি নিক্ষেপিল
উল্কাবাণে অগ্নিজ্যোতি দেবী নিবারিল ॥ ২৫

(রাজন্) শুম্ভনাদ পরিব্যাপি সমস্ত ধরণী
ভীম প্রতিঘাত শব্দে জিনিত আপনি ॥ ২৬

দেবী ক্ষিপ্তবাণ শুম্ভ দেবী শুম্ভ-শরে
আপন শরেতে শত শত খণ্ড করে ॥ ২৭

শূলের আঘাতে, চণ্ডী অতি কোপবতী
মূর্চ্ছিত ভূতলে পড়ে শুম্ভ নরপতি ॥ ২৮

নিশুম্ভ চেতনা লভি ধরি নিজ শর
বিন্ধিলা দেবীর দেহ, বাহন কেশর ॥ ২৯

দিতিজ* দানবাযুত বাহু প্রসারিয়া
চক্র অস্ত্রে চণ্ডিকারে রাখে আচ্ছাদিয়া ॥ ৩০

* দিতিজ = নিশুম্ভ

দুর্গার্ত্তি নাশিনী দুর্গা ক্রোধে স্বীয়বাণে
দৈত্য ক্ষিপ্ত চক্রবাণ কাটে সেইক্ষণে ॥ ৩১

সেনা পরিবৃত দৈত্য চণ্ডীকে বধিতে
গদা নিয়ে গেল ধেয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ॥ ৩২

শিত-ধার† খড়্গে-দেবী সে গদা কাটিল
শূল অস্ত্র নিয়ে দৈত্য অবস্থিত হ'ল ॥ ৩৩

শূল হস্তে সমাগত নিশুম্ভ অরিরে
আপন শূলেতে চণ্ডী বিন্ধিলা হৃদয়ে ॥ ৩৪

জনমিয়া হৃদি হতে পুরুষ ভীষণ
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলে দেবি ! করে সম্বোধন ॥ ৩৫

উচ্চহাস্য করি দেবী নির্গত অসুরে
পাতিলা ভূতলে খড়্গে শিরশ্ছেদ করে ॥ ৩৬

দন্তেক্ষত গ্রীবাদেশ, দেবীর কেশরী
ভুঞ্জিল অসুর, অন্য কালী শিবদূতী ॥ ৩৭

† শিত-ধার = অত্যন্ত ধারাল

কৌমারী শক্তিতে হত, (মন্ত্রপূত) ব্রহ্মাণীর জলে
নিবারিত মহাসুর সব পলাইলে ॥ ৩৮

মাহেশ্বরী শূল তথা বারাহী (তুণ্ড) আঘাতে
ছিন্ন চূর্ণীকৃতাসুর পড়িল মহীতে ॥ ৩৯

ঐন্দ্রীহস্ত-বজ্রে কেহ বিষ্ণু-চক্রে পরে
খণ্ড খণ্ড হ'ল যত দানব সমরে ॥ ৪০

হইল বিনষ্ট কত ভয়ে পলাইল
কালী শিবদূতী, সিংহ অপরে খাইল ॥ ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে
দেবী মাহাত্ম্যে নিশুম্ভ বধ সমাপ্ত ॥

দশম মাহাত্ম্য।

ঋষি বাললেন ॥ ১

প্রাণ সম ভ্রাতা হেরি সসৈন্যে নিহত
কোপান্বিত শুম্ভাসুর বলে এই মত ॥ ২

বলগর্ব্ব দুষ্টে দেবি! গরব না কর
পর বলাশ্রয়ে যুদ্ধে অভিমান কর॥ ৩

দেবী বলিলেন॥ ৪

(রে দুষ্ট চেয়ে দেখ!)
"জগতে একাকী আমি কে আছে অপর
আমাতেই প্রবেশিছে বিভূতি আমার॥" ৫

ব্রহ্মাণী প্রমুখ যত দেবশক্তিগণে
প্রবেশিল দেবী-দেহে, দেবী একা রণে॥ ৬

দেবী বলিলেন॥ ৭

প্রকাশি বিভূতি মম বহুরূপধারী
(স্থিরহও!) দেখ রণে একা আমি সেরূপ সংহারি॥ ৮

ঋষি বলিলেন॥ ৯

সর্ব্ব দেবাসুর মাঝে অতীব ভীষণ
প্রবর্ত্তিল দেবী শুম্ভ উভয়ের রণ॥ ১০

শোণিত শরবরষে শস্ত্রাস্ত্রে ভীষণ
সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর পুনঃ করে রণ॥ ১১

অম্বিকা নিক্ষিপ্ত শত দিব্য অস্ত্রগণ
প্রতিঘাতে করে তায় দৈত্যেন্দ্র ভঞ্জন ॥ ১২

দানব বিমুক্ত যত দিব্য শরগণ
হুঙ্কারে লীলায় দেবী করিলা ভঞ্জন ॥ ১৩

শতশর ক্ষেপি দৈত্য দেবী আচ্ছাদিল
রুষ্টা হয়ে ধনু তিনি বাণেতে কাটিল ॥ ১৪

ধনু কেটে গেলে দৈত্য শকতি ধরিল
করস্থ থাকিতে দেবী চক্রে ছেদি দিল ॥ ১৫

ভানুসম দীপ্ত চর্ম্ম খড়্গ নিয়ে করে
ধাইল অসুরাধিপ দেবী বধিবারে ॥ ১৬

ধনুর্ম্মুক্ত শিত * বাণে চণ্ডিকা তখন
সূর্য্যদীপ্ত চক্রে খড়্গ করিল খণ্ডন ॥ ১৭

হত-অশ্ব বিসারথি দৈত্য ছিন্নশর
দেবী বধে সমুদ্যত ধরিল মুদ্গার ॥ ১৮

নিশিত শর সংযোগে কাটিলে মুদ্গার
মুষ্টি উঠাইয়ে ধায় অসুর প্রবর ॥ ১৯

* শিত = ধারাল।

দেবী-হৃদে মুষ্টিহানে অসুর যখন
তলাঘাতে বক্ষে দেবী করিলা তাড়ন ॥ ২০

দেবী-তল-প্রহারেতে পড়িয়া ভূতলে
পুনরপি দৈত্যরাজ সহসা উঠিলে ॥ ২১

দেবীকে ধরিয়া উঠে আকাশ মণ্ডলে
নিরাশ্রয়া তবু দেবী অশেষে যুঝিলে ॥ ২২

আকাশে থাকিয়া বাহু যুদ্ধ পরস্পর
দেখে সিদ্ধ মুণিগণ বিস্ময় অন্তর ॥ ২৩

এইরূপে বাহুযুদ্ধ করি কিছুকাল
ঊর্দ্ধে ঘুরাইয়ে দেবী ফেলে ধরাতল ॥ ২৪

ধরণী নিক্ষিপ্তাসুর মুষ্টি হানিবারে
ধায় বেগে দুষ্ট আত্মা দেবী বধিবারে ॥ ২৫

আগত হেরিয়া সেই সর্ব্বদৈত্যেশ্বরে
বক্ষে শূল বিন্ধি, দেবী ধরাশায়ী করে ॥ ২৬

দেবী শূলে ত্যক্ত প্রাণ ধরায় পতিত
সদ্বীপ নগেন্দ্র পৃথ্বী হ'ল বিচলিত ॥ ২৭

দুরাত্মা হইলে হত অখিল ভুবন
প্রসন্ন, অতীব সুস্থ, নির্ম্মল গগণ ॥ ২৮

উল্কা বিরহিত মেঘ প্রশান্ত হইল
নদীগুলি নিজ পথে প্রবাহিত হ'ল ॥ ২৯

আহ্লাদে মগন দেব হইল অন্তরে
গন্ধর্ব্ব করিল গান সুললিত স্বরে ॥ ৩০

কেহবা করিল বাদ্য নাচিল অপ্সর
অনুকূল বহে বায়ু অতি মনোহর ॥ ৩১

নিজ রশ্মি বিলাইয়ে রহে দিবাকর
জ্বলে অগ্নি শান্ত সুরে দিক্ দিগন্তর ॥ ৩২

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে
দেবী মাহাত্ম্যে শুম্ভ বধ সমাপ্ত ॥

একাদশ মাহাত্ম্য।

ঋষি বলিলেন ॥ ১

অসুরেন্দ্র হ'লে তথা আহবে নিধন
রাখি অগ্রে অগ্নিদেবে যত দেবগণ
ইষ্ট লাভহেতু আশে বিকাশি আনন
কাত্যায়ণী তুষ্টি হেতু করিলা কীর্ত্তন ॥ ২

প্রপন্ন পীড়িত জন দুঃখ বিনাশিনি !
হওমা ! প্রসন্না বিশ্বরক্ষা বিধায়িনি !
চরাচর বিশ্বমাঝে তুমি বিশ্বেশ্বরি !
হওমা ! প্রসন্না রক্ষা করগো ঈশ্বরি ॥ ৩

ক্ষিতিরূপে ধরে আছ জগত সংসার
তুমি বিনা কেবা আছে বিশ্ব মূলাধার
অলঙ্ঘ্য বলশালিনী জলরূপে তুমি
করিতেছ আপ্যায়িত এই বিশ্ব ভূমি ॥ ৪

অনন্ত বিক্রমা তুমি বিষ্ণু শক্তিরূপে
বিশ্বের নিদান তুমি মহামায়ারূপে
মোহিত রেখেছ সবে, মুক্তির কারণ
হও যবে সুপ্রসন্না মুক্ত ত্রিভুবন ॥ ৫

জগতে যতেক বিদ্যা নারী অবস্থিতা
মূরতি তোমারি দেবি ! তব অংশভূতা
মাতারূপে একা তুমি বিরাজ সংসার
কি করিব স্তুতি নহে স্বরূপ তোমার ॥ ৬

সর্ব্বভূতা যবে, স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনি
কি স্তুতি আছে গো দেবি ! তব স্বরূপিণি ॥

বুদ্ধিরূপে সর্ব্বজন হৃদয় বাসিনি!
স্বর্গাপবর্গদে দেবি! নমো নারায়ণি; ॥ ৮

কলা কাষ্ঠা (১) রূপে পরিণাম প্রদায়িনি!
বিশ্বনাশ হেতুভূতে নমো নারায়ণি! ॥ ৯

মঙ্গলে বরেণ্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিনি!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নমো নারায়ণি! ১০

সকল মঙ্গল বর মঙ্গল কারিণি!
তুমি গৌরী শিবে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনি!
ত্রিনয়নে মাতঃ! তুমি জগত রক্ষিণি।
নমস্কার করি দেবি! ওগো নারায়ণি। ১০

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তি স্বরূপিণি।
গুণাশ্রয়ে* গুণময়ে† নমো নারায়ণি ॥ ১১

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তি স্বরূপিণি।
ত্রিগুণের মূলাধার ত্রিগুণ রূপিণি
দেবি! সনাতনি!
নমো নারায়ণি। ১১

---

(১) কলাকাষ্ঠা=অষ্টাদশ নিমেষে যতটুক সময় তাহার নাম কাষ্ঠ। ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা ॥

গুণাশ্রয়ে=সত্ত্ব রজ তম গুণের আশ্রয় স্বরূপা।

গুণময়ে=ঐ ত্রিগুণ স্বরূপিনী ॥

পদানত দীনজন দুঃখ বিনাশিনি।
সর্ব্বজন দুঃখহরা নমো নারায়ণি॥ ১২

হংসযুক্ত রথস্থিতে ব্রহ্মাণীরূপিণি।
কুশাগ্রবারিবর্ষিণি নমো নারায়ণি॥ ১৩

ত্রিশূলাহি চন্দ্র ধরা বৃষভ বাহিনি।
মাহেশ্বরী স্বরূপিণি! নমো নারায়ণি॥ ১৪

ময়ূরকুক্কুটাবৃতা শকতি ধারিণি।
কৌমারীরূপ সদৃশে নমো নারায়ণি॥ ১৫

শঙ্খ চক্র গদাধারী বৈষ্ণবী রূপিণি।
প্রসন্নতা কর লাভ নমো নারায়ণি॥ ১৬

মহাচক্রধারী শিবে বরাহরূপিণি।
দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরে নমো নারায়ণি। ১৭

দৈত্য বধে কৃতোদ্যমে নৃসিংহরূপিণি!
ত্রিলোকের ত্রাণকারী নমো নারায়ণি! ১৮

সহস্র নয়না মহাবজ্রা কিরিটিনি!
বৃত্রাসুর বিনাশিনি! নমস্তে ইন্দ্রানি!॥ ১৯

শিবদূতীরূপে মহাদৈত্য বিনাশিনি !
ঘোররূপে ! মহারাবে ! নমো নারায়ণি ! ।। ২০

ভীম দন্তাননে ! শিরোমালা সুশোভিনি !
চামুণ্ডে ! মুণ্ড মথনে ! * নমো নারায়ণি ! ।। ২১

লক্ষ্মি লজ্জে স্বধে ধ্রুবে পুষ্টি স্বরূপিণি !
শ্রদ্ধে বিদ্যে মহারাত্রি নমো নারায়ণি ! ।। ২২

মেধা স্বরূপিণি ! শ্রেষ্ঠে ! ঐশ্বর্য্য শালিনি !
সরস্বতি ! দেবি ! তুমি মঙ্গলদায়িনি !
প্রসন্নতা কর লাভ সংহার রূপিণি !
নিয়তি ঈশানি দেবি ! নমো নারায়ণি ! ২৩

সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে সর্ব্ব স্বরূপিণি !
সর্ব্বভয়ে রক্ষ দুর্গে নমো সর্ব্বেশানি ! ২৪

ত্রিলোচন সুশোভিত (তব) সুন্দর বদন
সর্ব্বভূতে কাত্যায়ণি ! করুক রক্ষণ ।। ২৫

ভীমশিখা অতি উগ্র অসুর নাশন
ত্রিশূলেতে রক্ষভয়ে নত দেবগণ ।। ২৬

---

* মুণ্ড মথনে = মুণ্ডাসুর বিনাশিনী ।

জগদ্ব্যাপী শব্দে ঘণ্টা দৈত্য তেজ নাশে
তাহে স্তুত পাপ নাশ জননী বিশেষে ॥ ২৭

দৈত্য-রক্ত-মেদ-লিপ্ত খড়্গ করোজ্জ্বল
নত দেবগণে চণ্ডি ! করুক মঙ্গল ॥ ২৮

তুমি যদি হও তুষ্টা সব রোগ নাশে
তোমার রোষেতে ইষ্ট কামনা বিনাশে
তোমার আশ্রিত জনে বিপদ না হয়
তবাশ্রিত জন সদা সবার আশ্রয় ॥ ২৯

বহুমূর্ত্তি ধরি দেবি ! ধর্ম্মদ্বেষী যত
সংহারিলা মহাসুরে করিয়া নিহত
তুমি বিনে কেবা আর আছে গো এমন
করিবে নিধন দেবি ! করিবে নিধন ॥ ৩০

বিদ্যা, শাস্ত্র, আদ্যবাক্য, * বিবেক দীপেতে
তুমি বিনে কেবা আর আছেগো জগতে
অতি ঘোর অন্ধকার মমতা গহ্বরে
ঘুরাতেছ বিশ্ব তুমি নিয়ত সজোরে ॥ ৩১

* আদ্যবাক্য = বেদবাক্য।

উগ্র বিষধারী নাগ, রাক্ষস সকল
দস্যু সেনানী শত্রু, সাগর দাবানল
থাকয়ে যে স্থলে তুমি থাকি সেই স্থল
চরাচর বিশ্বধাম পালিছ সকল ॥ ৩২

বিশ্বেশ্বরী তুমি কর বিশ্বের পালন
বিশ্বাত্মিকা হয়ে কর বিশ্বের ধারণ
ভক্তিনম্র যে তোমায় বিশ্বপূজ্য হয়
তাই বিশ্বাশ্রয়া তুমি ত্রিলোকেতে কয় ॥ ৩৩

অসুর বধিয়া সদ্য, তথা সর্ব্বক্ষণ
অরিভীতি হ'তে কর মোদের রক্ষণ
সর্ব্ব জগতের পাপ উপসর্গ চয়
সুপ্রসন্না হ'য়ে দেবি ! কর শীঘ্র ক্ষয় ॥ ৩৪

ত্রিলোক প্রণত জনে বর প্রদায়িনি !
সুপ্রসন্না হও পূজ্যে ! বিশ্বার্ত্তি হারিণি ! ॥ ৩৫

দেবী বলিলেন ॥ ৩৬

জগতের উপকার যেই বরে হয়
যাচ দেব ! ইচ্ছা যাহে দিব সুনিশ্চয় ॥ ৩৭

দেবতাগণ বলিলেন ॥ ৩৮

(অখিলেশ্বরি !)
ত্রিলোকের সর্ব্ব বিঘ্ন করি প্রশমন
যুগে যুগে কর দেব-বৈরি বিনাশন ॥ ৩৯

দেবী বলিলেন ॥ ৪০

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ যুগে
শুম্ভ ও নিশুম্ভ অন্য পুনশ্চ জন্মিবে ॥ ৪১

নন্দ গোপালয়ে জন্মি যশোদা উদরে
বিন্ধ্যাচলে বিনাশিব সেই দানবেরে ॥ ৪২

ভীমরূপ পৃথিবীতে ধরি পুনর্ব্বার
বৈপ্রচিত্ত দৈত্যগণে করিব সংহার ॥ ৪৩

ভয়ঙ্কর মহাসুর করিলে ভক্ষণ
দাড়িমী কুসুম সম দন্তের বরণ ॥ ৪৪

স্বরগে দেবতা মর্ত্ত্যে মানব তখন
রক্তদন্তী বলি স্তবে করিবে কীর্ত্তন ॥ ৪৫

পুনঃ যবে শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হবে
অযোনিজ জন্ম নিব মুনিগণ স্তবে ॥ ৪৬

শতনেত্রে মুনিগণে করিব ঈক্ষণ
শতাক্ষী বলিয়া লোকে করিবে কীর্ত্তন ॥ ৪৭

যতদিন অনাবৃষ্টি রবে সুরগণ
আপনার দেহে শাক করিয়া সৃজন ॥ ৪৮

সকল লোকের প্রাণ করিব রক্ষণ
শাকম্ভরী নাম লোকে করিবে কীর্ত্তন ॥ ৪৯

দুর্গম নামক দৈত্য করিব নিধন
তাই দুর্গা বলে মোরে করিবে কীর্ত্তন ॥ ৫০

হিমাচলে ভীমরূপ পুনশ্চ ধরিব
মুনিদের ত্রাণহেতু রাক্ষস বধিব ॥ ৫১

আনম্র দেহেতে মুনি কীর্ত্তন করিবে
ভীমাদেবী বলি নাম বিখ্যাত হইবে ॥ ৫২

অরুণাখ্য মহাবিঘ্ন করিলে জগতে
বহুষট পদবৃত ভ্রমর রূপেতে
ত্রিলোকের শুভহেতু নাশিব তাহায়
ভ্রামরী নামেতে স্তুতা হইব ধরায় ॥ ৫৩।৫৪

এইরূপে হবে যবে দানবের ভয়
অবতীর্ণা হ'য়ে অরি নাশিব নিশ্চয়॥ ৫৫

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে
দেবী মাহাত্ম্যে দেবীর স্তুতি॥

দ্বাদশ মাহাত্ম্য।

দেবী বলিলেন॥ ১

এই স্তবে যে তোষিবে সমাহিত জন
নিশ্চয় করিব তার বিঘ্ন বিনাশন॥ ২

মধু কৈটভের নাশ অসুর * মর্দ্দন
শুম্ভ নিশুম্ভের বধ যে করে কীর্ত্তন॥ ৩

অষ্টমী নবমী কিংবা চতুর্দ্দশী দিনে
ভক্তিভাবে মাহাত্ম্য যে শোনে একমনে॥ ৪

পাপ তাপ দরিদ্রতা ইষ্ট বিয়োজন
পাপ জাত বিঘ্ন কিছু না রবে কখন॥ ৫

* অসুর = মহিষাসুর।

শত্রু দস্যু শস্ত্রানল রাজা কিংবা জলে
রহিবেনা অন্য ভয় তার কোন কালে ॥ ৬

মাহাত্ম্য আমার তাই শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন
ভক্তি চিতে পাঠ তথা করিবে শ্রবণ ॥ ৭

মহামারী সমুদ্ভব অনিষ্ট নিচয়
এ মাহাত্ম্যে নাশিবেক ত্রিবিধাপচয় ॥ ৮

প্রত্যহ যে গৃহে মম স্তব পাঠ হয়
কভু নহে ত্যক্ত মম থাকি সে আলয় ॥ ৯

বলিদানে পূজা হোমে কিংবা মহোৎসবে
মাহাত্ম্য সকল মম পড়িবে শুনিবে ॥ ১০

জ্ঞানী কি অজ্ঞানী যেই পড়ি এই স্তুতি
বলি পূজা হোম করে তাতে মম প্রীতি ॥

শরদে বার্ষিকী মহা পূজার সময়
শুনি এ মাহাত্ম্য মম ভক্তি যুত হয় ॥ ১২

প্রসাদে আমার হবে মানব নিশ্চয়
ধন ধান্য সুতান্বিত সর্ব্বাপদ ক্ষ’য় । ১৩

মাহাত্ম্য সুন্দর মম উৎপত্তি কথন
যুদ্ধ পরাক্রম, শোনে নির্ভয় সেজন ।। ১৪

শত্রুক্ষয় হয় তার কল্যাণ সাধন
বংশ বৃদ্ধি হয় সুখ যে করে শ্রবণ ।। ১৫

সর্ব্ব শান্তি কর্ম্মে তথা দুঃস্বপ্ন দর্শনে
উগ্র গ্রহ পীড়াদিতে মাহাত্ম্য শ্রবণে ॥ ১৬

উপসর্গ নাশ গ্রহ পীড়া অতিশয়
মানবের দুঃখ স্বপ্ন সুখ স্বপ্ন হয় ।। ১৭

ভূত গ্রস্থ বালকের শান্তির কারণ
পরস্পর বিসম্বাদে মৈত্রী সংঘটন ॥ ১৮

অশেষ দুর্ব্বৃত্ত-বল হানির কারণ
রক্ষভূত পিশাচের পঠনে নাশন ॥ ১৯

মাহাত্ম্যের ফল বহু কি ক'ব ঈদৃশ
পঠনে শ্রবণে লোক আমার সদৃশ ।। ২০

পশু পুষ্প অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধ দানে
নিত্য অভিষেকে কিংবা ব্রাহ্মণ-ভোজনে ।। ২১

নানা ভোগ্য দ্রব্য কিংবা সম্বৎসর দানে
যথা প্রীতি হয় এক মাহাত্ম্য শ্রবণে॥ ২২

সর্ব্ব পাপ হয় ক্ষয় আরোগ্য বর্দ্ধন
সর্ব্ব প্রাণি ভয় নাশ করিলে শ্রবণ॥ ২৩

যুদ্ধে দুষ্ট দৈত্য-নাশ, মম আচরণ
বৈরিকৃত ভয় নাশে, করিলে শ্রবণ॥ ২৪

ব্রহ্মকৃত, ব্রহ্মর্ষির তথা তব স্তব
শুনিলে সুমতি শীল হইবে মানব॥ ২৫

অরণ্যে প্রান্তরে কিংবা পড়ি দাবানলে
দস্যু শত্রু পরিবৃত আক্রান্ত অস্থলে॥ ২৬

সিংহ ব্যাঘ্র কিংবা বন হস্তি অনুসৃত
ক্রোধি রাজাজ্ঞায় বধ্য কিংবা কারাগত॥ ২৭

পোতস্থ সমুদ্রে যদি বায়ু বিচলিত
দারুণ সংগ্রামে যদি শস্ত্র নিপতিত॥ ২৮

ঘোর কষ্টে পড়ি কিংবা বেদনা পীড়িত
সঙ্কটে তড়িবে নর স্মরি এ চরিত॥ ২৯

সিংহ আদি দৈস্যু কিংবা যত্ বৈরিগণ
মাহাত্ম্য শ্রবণে করে দূরে পলায়ন ॥ ৩০

ঋষি বলিলেন ॥ ৩১

প্রচণ্ড বিক্রমা চণ্ডী বলি এই মত
দৃশ্যমান্ দেবগণ হ'তে অন্তর্হিত ॥ ৩২

শত্রু নাশে নিরাতঙ্ক যত দেবগণ
যজ্ঞভাগ, স্বাধিকার করিল গ্রহণ ॥ ৩৩

মহাবীর্য্য দেবরিপু বিক্রমে ভীষণ
জগত বিনাশী শুম্ভ নিশুম্ভ কোপন
দেবীর আহবে হ'লে দৈত্য সহ হত
প্রবেশিল পাতালাতে অন্য দৈত্য যত ॥ ৩৪।৩৫

(রাজন্) নিত্যা দেবী, তবু করি জনম গ্রহণ
পুনঃ পুনঃ করিতেছে জগত পালন ॥ ৩৬

তিনি বিশ্ব প্রসবিনী মোহিত কারিনী
তোষিত যাচকে জ্ঞান ঋদ্ধি* প্রদায়িনী ॥ ৰ৩৭

মহামারী কালে কালী প্রলয় সময়
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্তা নৃপ ! সুনিশ্চয় ॥ ৩৮

* ঋদ্ধি = সম্পদ ।

কভু মহামারী কভু সৃজন কারিনী
পালন কারিনী কভু দেবী সনাতনী ॥ ৩৯

সম্পাদ সময়ে তিনি লক্ষ্মীরূপা হন
অভাবে অলক্ষ্মীরূপা বিনাশ কারণ ॥ ৪০

গন্ধে পুষ্পে ধূপে স্তবে করিলে পূজন
দেন তিনি ধর্ম্মে মতি, ধন পুত্র জন ॥ ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী
মাহাত্ম্যে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য।

ঋষি বলিলেন ॥ ১

সুন্দর মাহাত্ম্য তব কহিনু ভূপতি
প্রভাবতী জগদ্ধাত্রী যথা ভগবতী ॥ ২

বিষ্ণু মায়ারূপে যথা হন বিদ্যাবতী ॥ ৩

বৈশ্য ! তুমি নিজে তথা অন্য আর যত
হয়েছ, হতেছে, হবে সকলে মোহিত ॥ ৪

ওহে মহারাজ! লভ দেবীর শরণ
ভোগ, স্বর্গমুক্তি হেতু কর আরাধন ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ॥ ৬

রাজ্যক্ষয়ে দুঃখী তথা মমতা প্রবণ
নির্ব্বিণ্ণ সুরথ সহ বৈশ্য মহাজন
প্রণমিলা মুনি, শুনি তাহার বচন
তপস্যা করিতে উভে করিল গমন ॥ ৭।৮

নদীর পুলীনে বসি অম্বিকা দর্শনে
দেবী সূক্ত জপে, তপ করে দুই জনে ॥ ৯

মৃণ্ময়ী মূরতি তাঁর করিয়া নির্ম্মাণ
পুষ্প ধূপাগ্নি তর্পণে করে আরাধন ॥ ১০

একমনে নিরাহারে সংযত আহারে
নিজ দেহ রক্ত দেয় উপহার তরে ॥ ১১

তিন বর্ষব্যাপী যবে করে আরাধন
বলে পরিতুষ্টা দেবী দিয়ে দরশন ॥ ১২

দেবী বলিলেন ॥ ১৩

যাচ যেই বর ভূপ! কুলের নন্দন
পরিতুষ্টা হ'য়ে তাহা দিব এইক্ষণ ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ॥ ১৫

এত শুনি নরপতি মাগে এই বর
পরজন্মে পাই যেন রাজ্য অনশ্বর
এজনমে শত্রুবল করিয়ে নিধন
পাই যেন রাজ্য পুনঃ যেছিল আপন ॥ ১৬

প্রাজ্ঞ বৈশ্য মাগে বর পেতে তত্ত্বজ্ঞান
"আমি ও আমার ভাব" করি বিনাশন ॥ ১৭

দেবী বলিলেন ॥ ১৮

অল্পদিনে পাবে তুমি রাজত্ব তোমার ১৯

শত্রুগণ নাশিভুঞ্জ রাজ্য অনিবার ॥ ২০

মৃত্যু পরে সূর্য্য হ'তে লভিয়া জনম ২১

সাবর্ণি নামেতে মনু হইবে অষ্টম ॥ ২২

বৈশ্য বর! চাহিয়াছ তুমি যেই বর ২৩

দিতেছি সে তত্ত্বজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ কর। ২৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন ॥ ২৫

বর পেয়ে ভক্তিভাবে যবে স্তব করে ২৬

অন্তর্হিত হ'ন দেবী, বৈশ্য নৃপ বরে ॥ ২৭

ক্ষত্রিয় সুরথ দেবী-স্থানে পেয়ে বর ২৮

সূর্য্য হ'তে জন্ম লভি (সাবর্ণি) মনু নাম ধর ॥ ২৯

ওঁ তৎসৎ

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে

দেবী মাহাত্ম্য সমাপ্ত।